গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৯ - ২৫ আগস্ট, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

১৯৮৪-র শিখ গণহত্যা

এই ক্ষমাপ্রার্থনা, দুঃখপ্রকাশ কি আন্তরিক

তীব্র নিন্দা, সমালোচনা ও দিল্লির রাস্তায় স্বজনহারানো শিখ জনতার তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রথমে মন্ত্রী জগদীশ টাইটলার পদত্যাগ করেন তারপর ২১ আগস্ট রাজ্যসভা ও লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দিল্লিতে শিখ গণহত্যার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলেছেন, ''সরকার ও দেশের তরফে আমি বলছি, এমন ঘটনা ঘটার লজ্জায় আমাদের মাথা নিচু হয়ে গিয়েছে।'' এরপর কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেও নাকি ঐ গণহত্যার জন্য 'সরি' অর্থাৎ দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। এতেই নাকি প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস দল বিরোধীদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে বাজিমাত করে দিয়েছেন বলে কোনও কোনও মহল অভিমত ব্যক্ত করেছে। এদেশের তথাকথিত বিরোধী দলগুলি যেখানে শাসক কংগ্রেস দলের সাথে একই নৌকার যাত্রী, সেখানে পালের হাওয়া চলে গিয়ে থাকলে তা গিয়েছে সকলেরই। বাস্তব ঘটনাও তাই। নানাবতী কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে যে সামান্য ঝড় উঠল, তাতেই কিন্তু কংগ্রেস, বিজেপি, সি পি এম সকলেরই মুখোশ খসে পড়েছে। শুধু এদেরই নয়, যেসব প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় গণতন্ত্রের পবিত্র সৌধ বলে দেখানো হয়, তাদের চরিত্রও নগ্ন হয়ে গিয়েছে।

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজ বাসভবনে জনৈক শিখ রক্ষীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর ভারতের নানা রাজ্যেই, বিশেষ করে দিল্লিতে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ও আক্রোশ উস্কে দেওয়া হয়। শিখবিরোধী এই ক্রোধ ও ঘৃণা যাতে কেবল শিখ জনতার উপর হামলা ও মারধোরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তা যাতে ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকাণ্ডের রূপ নেয়, সেটা নিশ্চিত করতেই সেদিন পথে নেমেছিলেন এইচ কে এল ভগত, জগদীশ টাইটলার, সজ্জন কুমার ও ধর্মপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো দিল্লির কংগ্রেস নেতারা। কীভাবে এঁরা শিখ সম্প্রদায় অধ্যুষিত মহল্লাগুলিতে গিয়ে গুনে গুনে তাদের হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে তার বিবরণও পাওয়া গিয়েছে। এভাবে প্রকাশ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডেও প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, সেনা নামানোর দাবি উঠলেও প্রশাসন তাতে কর্ণপাত করেনি, এমনকী সেনা কর্তৃপক্ষ বারবার চেষ্টা করেও প্রশাসনিক কর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। অবশেষে ৩ নভেম্বর যখন সেনা নামানো হয়, ততদিনে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, প্রায় ৩ হাজার অসহায় মানুষ ঘাতকদের হাতে নিহত হয়েছেন, স্বামীহারা-সন্তানহারা শত শত শিখ রমণী পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছেন। প্রশাসনের এই ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তাই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, এই গণহত্যাকাণ্ডে প্রশাসনের পূর্ণ মদত ছিল। বস্তুত, সুপরিচিত কংগ্রেস নেতারা যেভাবে প্রকাশ্যে শিখহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন, তাতেই বোঝা যায় তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, পুলিশ-প্রশাসনের কোনও হস্তক্ষেপ ঘটবে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারী ঘটনাচক্রে

আটের পাতায় দেখুন

চা-শিল্পে সাম্প্রতিক বেতনচুক্তি

বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কজনক নজির

লড়াই যত ব্যাপকতা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত হোক না কেন, যদি সেই লড়াইয়ে সঠিক নেতৃত্ব না থাকে তাহলে সেই লড়াই যে সঠিক পরিণতির দিকে যেতে পারে না, এমনকী দাবি আদায়ের অর্থেও তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য আসে না, বরং মালিকদের নানা কালা শর্ত শ্রমিকদের ঘাড়ে চেপে বসে, সাম্প্রতিক চা-শিল্পে শ্রমিক বঞ্চনার চুক্তি তারই নজির হয়ে রইল।

গত ২৫ জুলাই মধ্যরাতে সিপিএম সরকার, মালিকপক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকনেতাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এই কালাচুক্তি। ৩০০টি বাগানের তিন লক্ষ চা-শ্রমিকের অগোচরে তাদেরই সর্বনাশের দলিল যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন এস ইউ সি আই দলের শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি - লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এই চুক্তি চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থবিরোধী, তাই এন বি টি পি ই ইউ এই চুক্তির শরিক হতে পারে না।

এই চুক্তি একদিকে যেমন সিপিএম সরকারের নির্লজ্জ মালিক-তোষণনীতির দলিল, তেমনি চা-শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলির কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে যারা বাস্তবে কুক্ষিগত করে রেখেছে, সেই সিটু অনুমোদিত সি বি এস ইউ, আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত এন ইউ পি ডব্লিউ এবং আর এস পি দলের সংগঠন ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ডি সি বি ডব্লিউ ইউ প্রমুখ বড় ইউনিয়নগুলির বিশ্বাসঘাতকতার নজির। তুলনায় শক্তিহীন হলেও অপর একটি গোষ্ঠী, ডিফেন্স কমিটিও মালিকসেবার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে ছিল না।

চা-বাগানের শ্রমিকদের বেতন নির্ধারিত হওয়ার কথা প্রতি তিন বছর অন্তর মালিক, শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে। সেই অনুযায়ী পূর্বেকার বেতনচুক্তির মেয়াদ ২০০৩ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ নানা টালবাহানা করে নতুন বেতনচুক্তি পিছিয়ে দিতে থাকে। এইভাবে তারা দু'বছর পার করে দেয় এবং শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। যে শ্রমিকরা চা-সম্পদ সৃষ্টি করে তাদের প্রতি মালিকরা কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে, এ থেকে তা পরিষ্কার। এই সময়ে বামফ্রন্ট সরকারও নতুন বেতনচুক্তি সম্পাদন করার জন্য মালিকপক্ষের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করেনি। ফলে অপেক্ষা করে করে শেষপর্যন্ত শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবিতে শ্রমিক সংগঠনগুলির কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হয়। ২০ জুন চা-শিল্পে একদিনের ধর্মঘট পালিত হয়। তাতেও মালিকপক্ষ অনড় থাকে। অবশেষে ১১ জুলাই থেকে শুরু হয় লাগাতার ধর্মঘট, চলে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। শুধু চা-শ্রমিকরাই নয়, আন্দোলনের পক্ষে এসে দাঁড়ায়

সাতের পাতায় দেখুন

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে
৬ আগস্ট হিরোসিমা দিবসে পাটনায় যুদ্ধবিরোধী মিছিল

উন্নয়নের ধাক্কায় দেশে বেকার বেড়ে ৪ গুণ

১৯৯১ থেকে শুরু হয়েছে তথাকথিত আর্থিক সংস্কার। এর দশ বছর পর বহুঘোষিত উন্নয়নের ধাক্কায় সর্বভারতীয় স্তরে নথিভুক্ত বেকার বেড়েছে চার গুণ। কেন্দ্রীয় সরকারের জনগণনা রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৯১ সালে সর্বভারতীয় স্তরে বেকারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮ লক্ষ, ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ। দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার ১০.১ শতাংশ পূর্ণ বেকার। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা গ্র্যাজুয়েটদের। তাদের ১৭.২ শতাংশই বেকার।

অথচ উৎপাদন বাড়ছে দ্রুত হারে। ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত দশ বছরে দেশে উৎপাদন বেড়েছে ৪০ শতাংশ। (সূত্র ঃ টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ১১.১২.০৪) উৎপাদন বৃদ্ধি মানেই নাকি উন্নয়ন! একথাই তো দেশবাসীকে বোঝাচ্ছেন নেতা-মন্ত্রীরা। সেজন্যই নাকি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ভজনা চলছে। আসলে নেতা-মন্ত্রীরা যেটা বলেন না, তাহল, এটা পুঁজিবাদী উন্নয়ন, যার দ্বারা ১০ শতাংশ মানুষের লাভের ও বিলাসের বহর আরও উন্নত হয় ঠিকই, কিন্তু ৯০ শতাংশ ডুবতে থাকে আরও অন্ধকারে।

রাজ্যও পিছিয়ে নেই

তবে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার বলে, তাদের উন্নয়ন নাকি বিকল্প পথে উন্নয়ন, যাতে জনগণের উন্নয়ন হচ্ছে। দেখা যাক কী তার নমুনা —

দেশের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে কর্মীসঙ্কোচনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে। রাজ্য সরকারের ২৯টি দপ্তরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার অনুমোদিত পদের মধ্যে ৪৫ হাজার শূন্য ফেলে রাখা হয়েছে। (প্রতিদিন ১৮.১.০৫)

রাজ্য সরকারের নিজস্ব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে '৯২-'৯৩ সালে কর্মীসংখ্যা ছিল ৩৯,০৭১ জন। ২০০৩-০৪ সালে তা কমে হয়েছে ৩১,২৮২ জন ; অর্থাৎ কর্মী কমানো হয়েছে ৭,৭৯০ জন। অথচ এই দশ বছরে গ্রাহক সংখ্যা ২৩ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৭ লক্ষ — এই তথ্য জানিয়েছে সিটু অনুমোদিত বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন (সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১০.১২.০৪)।

দুয়ের পাতায় দেখুন

বর্ধমান

কোনও কোনও গ্রামে ষাটোর্ধ্ব মানুষ নেই

ছ'বছরের আসাদুলের আর কেউ নেই। তার বাবা, মা, কাকা, দিদি, বোন — পরিবারের সবাই (মোট সাত জন) আর্সেনিকের বিষে জর্জরিত হয়ে মারা গেছেন। আসাদুলের স্থান আপাতত অনাথ আবাসে। এখন অবধি কল্যাণপুর গ্রামের ২৭ জনের এমন করেই মৃত্যু হয়েছে। আরও বহু মানুষ ভীষণ অসুস্থ, হয়ত বা মৃত্যুর অপেক্ষায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আশ্চর্যের বিষয় — বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখা গেল ঐ গ্রামে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের কেউ নেই। এমন অবস্থা পাশের গ্রাম ফলেয়া, মিসবাপুর, বাবুইডাঙা, সারংপুর, কিংবা রামকৃষ্ণপুরেরও। পূর্ব-স্থলী-১ ও ২নং ব্লকের অসংখ্য গ্রামের একই ছবি।

২৪ জুলাই কল্যাণপুরের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বসেছিল পানীয় জলের আর্সেনিক নির্ণয় শিবির। ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির বিশেষজ্ঞরা মোট ৯৬টি পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করেন। অসংখ্য ভুক্তভোগী মানুষ সারাদিনই ফল জানার জন্য আগ্রহের সঙ্গে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

এ থেকে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা সত্যই ভয়াবহ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত (১৯৯৩) আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার অপেক্ষা বেশি মাত্রার আর্সেনিক রয়েছে ৫৮টি নমুনায়। সহনীয় মাত্রার ১০ গুণ বা তার বেশি আর্সেনিক আছে ১০টিতে, এমনকী ৩০ গুণ রয়েছে একটি নমুনায়। পানীয় জলে এই পরিমাণ আর্সেনিক থাকায় এলাকায় ভয়াবহভাবে আর্সেনিক-বিষে আক্রান্ত রোগীর দেখা মিলেছে।

মাসাধিককাল ধরে প্রচারমাধ্যমে এখানকার সংবাদ প্রচারিত হলেও সরকারি তরফে তেমন হেলদোল নেই। প্রতিশ্রুতির অভাব নেই, অভাব যথার্থ সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক নাকি বাসিন্দাদের আর্সেনিক দূষিত এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। কিছু বাড়িতে কেবল আর্সেনিক ফিল্টার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফিল্টারের গুণমান কে যাচাই করবে? যে অসংখ্য মানুষের শরীরে ইতিমধ্যেই আর্সেনিকজনিত রোগের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তাদের চিকিৎসার কী হবে? যেসব উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অকালে মারা গেলেন, সেসব অসহায় পরিবারের দিন চলবে কী করে? আর্সেনিক দূষণে বিপর্যস্ত মানুষের সামনে এরকম হাজারো সমস্যা ভিড় করে এসেছে।

এ অবস্থায় মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আক্রান্ত গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে সেদিনই গড়ে তুলেছেন 'কালনা-কাটোয়া আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ (প্রস্তুতি) কমিটি'। আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী মাসুদ সেখ। পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলায় যে আর্সেনিক দূষণের মহামারী তৈরি হয়েছে তার নিরসনের উদ্দেশ্যে গঠিত 'আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'র তরফে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক ডঃ শুভাশিস মাইতি ও বর্ধমান জেলার পক্ষে কমিটির সদস্য মহম্মদ জাকারিয়া। কমিটির তরফে আক্রান্ত ব্লকের গ্রামবাসীদের নিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত কমিটির তরফে ৬ জুলাই কল্যাণপুর গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই পানীয় জলের আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা কমিটির সহ-সভাপতি সদানন্দ বাগল।

রানিনগরে পানীয় জলে আর্সেনিক নির্ণয় শিবির

আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির রানিনগর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ১০৫টি নলকূপের জল পরীক্ষা ও জনসচেনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল গত ৩১ জুলাই। রানিনগর ব্লকের কাৎলামারি ১ ও ২নং অঞ্চলের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার শিকার। ঐ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কামাখ্যা গুহ, অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার মাল, দেবাশিস চক্রবর্তী এবং ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পক্ষে ডঃ শুভাশিস মাইতি। তাঁরা সকলেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্যা নিরসনের দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ঘুটিয়ারী শরীফে মেডিকেল ক্যাম্প

ক্যানিং থানার ঘুটিয়ারী শরীফে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু যুবকের উদ্যোগে এলাকার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ রক্ষার জন্য 'দুঃখী সমিতি' গড়ে উঠেছে। এই সমিতি দুঃস্থ রোগীদের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করতে ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহে নেমেছে। গত ৩ আগস্ট দুঃখী সমিতি এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে ২৪ ঘণ্টার একটি 'ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প' পরিচালিত হয়। দুঃখী সমিতির পক্ষে ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, ফিজিও থেরাপিস্ট এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে আবদুর রহমান ক্যাম্প পরিচালনা করেন। ঘুটিয়ারী শরীফে গাজীপীরের মেলায় আগত শতাধিক তীর্থযাত্রীকে এই ক্যাম্পে চিকিৎসা করা হয়। দুঃখী সমিতির সেখ সুমাজ, সাহজাহান দেওয়ান, মুন্না দেওয়ান, কালাম সরদার সহ আরও অনেকেই সানন্দে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন। নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এখানে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

প্যারাটিচারদের উপর লাঠিচার্জের নিন্দা

সম্প্রতি রাজ্যের প্যারাটিচাররা তাঁদের পুনর্নিয়োগের দাবিতে যে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন চালাচ্ছেন তাঁর প্রতি সরকার সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে তা দমন করতে নির্বিচারে পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে আনছে। অথচ প্যারাটিচার নিয়োগের সময়ে শর্ত ছিল যে, বছরে বছরে তাঁদের নিয়োগপত্র পুনর্নবীকরণ করা হবে, সেই শর্তের প্রতি কোনপ্রকার মর্যাদা না দেখিয়ে শাসকশ্রেণীসুলভ ঔদ্ধত্যে সরকার প্যারাটিচারদের আন্দোলনকে দমন করছে। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট এবং নদীয়ার কৃষ্ণনগরে আন্দোলনরত প্যারাটিচারদের পুলিশ নির্বিচারে লাঠিপেটা করেছে। অভিযোগ, ১১ আগস্ট কৃষ্ণনগরে জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে পুলিশ গেট বন্ধ করে প্যারাটিচারদের লাঠিপেটা করে। এমনকী এই সময়ে পুলিশ শূন্যে তিন রাউন্ড গুলিও চালায়। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা ১২ আগস্ট প্যারাটিচারদের উপর পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা করে এক বিবৃতিতে বলেন, প্যারাটিচারদের জীবন নিয়ে সরকার ছিনিমিনি খেলছে। আন্দোলনকারী প্যারাটিচারদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মাত্র এক হাজার / দু'হাজার টাকার বিনিময়ে এভাবে শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা আমরা গোড়া থেকেই করেছিলাম। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। এখন আবার তারাই এদের তাড়াতে মরিয়া। তিনি অবিলম্বে এঁদের পুনর্নিয়োগের দাবি জানান।

বাঁকুড়া

কৃষিতে ব্যাপক মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা আন্দোলনে

কৃষিতে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা আগামী ২৫ আগস্ট মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছে। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য জেলায় জেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। ১০ আগস্ট বাঁকুড়ায় প্রখর রোদকে উপেক্ষা করে প্রায় এক হাজার মানুষের প্রতিবাদী মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে এসে পৌঁছায়। মূলত মধ্য, নিম্নমধ্য, প্রান্তিক ও গরিব চাষীরাই এই মিছিলে এসেছিলেন। এই সুসজ্জিত মিছিলে গ্রাহক অধিকারের ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক দাবিগুলি উচ্চারিত হয় সবার মুখে মুখে — বিদ্যুৎ আইনের ৬২(৩) ধারা অনুযায়ী কৃষিতে বিনামূল্যে ও ক্ষুদ্রশিল্প - ক্ষুদ্র ব্যবসা - গৃহস্থে এক টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে, অন্ধ্র-তামিলনাড়ুর মতো এ রাজ্যেও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজের দ্রুত সমাধান করতে হবে। মিছিলের শেষে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কৃষক বাঁচাও সমিতির অজিত আটা। প্রধান বক্তা অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে জানান, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী মধ্য, নিম্নমধ্য, গরিব চাষী সহ সচেতন জনসাধারণ গুরত্বপূর্ণ ও বীরত্বপূর্ণ লড়াই করছেন যা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অনাথ মল্ল, বাবলু ব্যানার্জী, চণ্ডী সাহা, আদিত্য পাল, দিলীপ কুণ্ডু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। কৃষক বাঁচাও সমিতির সম্পাদক রামকৃষ্ণ মুখার্জী ও অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক স্বপন নাগের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২০০০ স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র ও স্মারকলিপি অতিরিক্ত জেলাশাসকের নিকট পেশ করেন। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী পশ্চিমবঙ্গ ২০০৫

রাষ্ট্রপতির কাছে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির প্রতিবাদ

বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী পশ্চিমবঙ্গ ২০০৫ নামক বিদ্যুৎ বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রপতি যাতে অনুমোদন না দেন সেই অনুরোধ জানিয়ে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১৪ আগস্ট সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস রাষ্ট্রপতিকে এক ফ্যাক্সবার্তা পাঠিয়েছেন।

এই ফ্যাক্সবার্তায় বলা হয়েছে যে, এই বিলের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'ইলেকট্রিসিটি ইউটিলিটি প্রোটেকশন ফোর্স' নামক একটি বিকল্প পুলিশ ফোর্স গঠন করে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির হাতে পুলিশি ক্ষমতা তুলে দিতে চলেছে যা কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনের পরিপন্থী এবং গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ কোম্পানির অভিযোগের ভিত্তিতে কোম্পানির ফোর্সের দ্বারা খুনী দাঙ্গাকারীদের মতো জামিন-অযোগ্য ধারায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার যে অধিকার এই বিলে দেওয়া হয়েছে সেটা কেবল স্বৈরতন্ত্রের সাথে তুলনীয়।

বার্তায় বলা হয়েছে, অনুমতি ছাড়া বিদ্যুৎ নেওয়াকে বিদ্যুৎ চুরি হিসাবে দেখিয়ে অসচেতন গ্রাহকদের কাছ থেকে কোম্পানিগুলোকে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে ১ শতাংশ সারচার্জ স্থাপন করে সরকার এই বিলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সরকারি ডিউটি বৃদ্ধি করার অধিকার দাবি করেছে।

অ্যাবেকা মনে করে, এই বিলের মাধ্যমে একদিকে সরকারি ডিউটি বৃদ্ধি এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানির হাতে পুলিশি ক্ষমতা তুলে দিয়ে আন্দোলন দমন এবং ভয় দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠনের অধিকার তুলে দেওয়া হচ্ছে যা সম্পূর্ণভাবে জনস্বার্থ এবং গণতন্ত্র বিরোধী। সেই কারণে বিলটিকে অনুমোদন না দিয়ে ফেরৎ পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করা হয়েছে।

কৃষি বিদ্যুতে ১০০ শতাংশ মাশুলবৃদ্ধি, ক্ষুদ্রশিল্পে ফিক্সড চার্জ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত সিকিউরিটি আদায় এবং স্বৈরতান্ত্রিক 'বিদ্যুৎ বিল পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ২০০৫' বাতিলের দাবিতে

২৫ আগস্ট

মহাকরণ অভিযান

জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, বেলা-১টা

উন্নয়নের ধাক্কায় দেশে বেকার বেড়ে ৪ গুণ

একের পাতার পর

১৯৯০ সালে রাজ্যে মোট নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা ছিল ৪৮,৪৬,০০০ জন, ২০০৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭৫ লক্ষ (সূত্র ঃ গণশক্তি, ৩.৮.০৫)

১৯৯০ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে রাজ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রায় ২ লক্ষ চাকরি কমেছে। বলেছেন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রী নিরুপম সেন। (আনন্দবাজার, ২৫.১১.০৪)।

রাজ্যে ছাঁটাই শ্রমিক আত্মহত্যা করছে। অভাবগ্রস্ত মাতাপিতা সন্তান হত্যা করে আত্মহত্যা করছে। নারীপাচার ও শিশুশ্রমিকের সংখ্যাতেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের শীর্ষস্থানে। আমলাশোল ও জলঙ্গীর মতো অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা কত ঘটছে ক'জন তার খবর রাখে! এভাবেই সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের বিকল্প উন্নয়নের রথের চাকায় চাপা পড়ছে সাধারণ মানুষ।

৫ই আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে সমাবেশ

ওড়িশা

৫ আগস্ট, বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ১১০তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক, আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম প্রয়াণদিবস ওড়িশা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। ভুবনেশ্বরে দলের রাজ্য দপ্তরে এবং সমস্ত জেলা ও আঞ্চলিক পার্টি অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

জাজপুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড তাপস দত্ত

জাজপুর, রাউরকেলা, অনগুল, জগৎসিংপুর, দেলঙ্গা, ভাণ্ডারিপোখারি এবং অবিভক্ত কোরাপুটে ৫ই আগস্ট এবং পরবর্তী দিনগুলিতে ভুবনেশ্বর, কটক, কেন্দ্রাপাড়া, যশিপুর, খুর্দা, বারঙ্গ, রাজগাঙপুর সহ নানা স্থানে স্মরণসভা হয়। জাজপুর এবং যশিপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত। রাজ্য কমিটির সদস্যরা অন্যান্য সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন।

জাজপুর রোড টাউন হলের জনসভায় প্রধান বক্তা কমরেড তাপস দত্ত, কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন ও সংগ্রামের মূল্যবান শিক্ষাগুলি তুলে ধরেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জগবন্ধু বড়াল।

কমরেড তাপস দত্ত তাঁর আবেগদীপ্ত ভাষণে বলেন, মহান কমিউনিস্ট নেতার প্রয়াণ দিবস আমরা নিছক আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করি না। কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজেকে মহান মার্কসবাদী দার্শনিকের স্তরে উন্নীত করেছিলেন এবং আমাদের সামনে সেই সংগ্রাম দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে গিয়েছেন। আমরা তা অনুসরণ করার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করার মধ্য দিয়েই তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

তৎকালীন অবিভক্ত সি পি আই আদৌ একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিই নয়, নিঃসংশয়ে তা উপলব্ধি করেই, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে তিনি এস ইউ সি আই দল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬ সালের ৫ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এই কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে মুহূর্তের জন্যও শৈথিল্য ছিল না। তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নত কমিউনিস্ট আদর্শের বনিয়াদের উপর পার্টিকে গড়ে তোলার পথে, আগামী দিনের বিপ্লবীদের সামনে বহু অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন এবং গড়ে দিয়ে গিয়েছেন এমন একদল নেতা, যাঁরা তাঁর অবর্তমানেও দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

তিনি আরও বলেন, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপর্যয়ের পর বিশ্বজুড়ে নেমে আসে হতাশা। সি পি আই, সি পি এম প্রমুখ তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এই অবস্থায় হাল ছেড়ে দেয় এবং সংসদীয় রাজনীতির পঙ্কে আরও বেশি করে ডুবে যায়। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের এহেন বিপর্যয়ের মধ্যেও সমাজ অগ্রগতির পথে সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা সম্পর্কে একমাত্র আমাদের দল অটল প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। দলের এই শিক্ষা ও আদর্শকে জনগণের মধ্যে আমাদের আরও বেশি বেশি করে নিয়ে যেতে হবে। সেইজন্য সর্বাগ্রে দলের শিক্ষাগুলি আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে ও তদনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র ছাড়া গণমুক্তির দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। আর একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই সেই পথ আমাদের সঠিকভাবে দেখাতে পারে। পার্টিকে নতুন উদ্যমে আরও ত্রুটিহীন করে গড়ে তোলার যে আহ্বান কেন্দ্রীয় কমিটি দিয়েছে, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তা সঠিকভাবে কার্যকর করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে এই সংগ্রামকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, একমাত্র তাহলেই কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

দিল্লি

এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ই আগস্ট দলের দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন হলে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড জে এন মণ্ডল এবং প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। সভায় বিপুল সংখ্যক পার্টিকর্মী, দলের দরদী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সভার সূচনায় দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পাঠানো বার্তা পাঠ করা হয় এবং উপস্থিত সকলে এদেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন।

সভার প্রধান বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষের অন্যতম প্রধান একটি শিক্ষার উল্লেখ করে বলেন, একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ, তথা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে বিপুল পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ঘটনা রাষ্ট্রকে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে — যা শেষপর্যন্ত একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের জন্ম দেবে। এই ধরনের একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ছাঁচে-ঢালা চিন্তাপদ্ধতি এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক স্লোগানের দ্বারা শুধু লেখাপড়া না জানা শ্রমিকশ্রেণীকেই নয়, এমনকী দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষজনকেও রাষ্ট্রশক্তির পিছনে জড়ো করে একটি সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের জন্ম দেয় — জার্মানি ও ইটালিতে আমরা যেমন দেখেছি। তিনি বলেন, কমরেড ঘোষ তথ্যের সাহায্যে সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছে এবং এদেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি একটি সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কায়েম করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সম্প্রতি গুরগাঁওয়ে যে অভূতপূর্ব নৃশংসতায় শ্রমিক আন্দোলন দমন করা হল তা কমরেড ঘোষের বক্তব্যের সত্যতাকেই প্রমাণ করে। শাসকশ্রেণী ও তার বশংবদ রাজনৈতিক দলগুলি এদেশে পূর্ণ ফ্যাসিবাদ কায়েম করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সর্বক্ষেত্রের মেহনতি মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীকে, কমরেড ঘোষের শিক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করে সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে তা প্রতিহত করার আহ্বান জানান কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

হরিয়ানা

৬ আগস্ট হরিয়ানা রাজ্যের রোহটকে প্রবল বর্ষণ এবং বন্যার মতো পরিস্থিতি উপেক্ষা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষাগুলি তুলে

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

ধরে সেগুলি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কমরেডদের কাছে তিনি আহ্বান জানান। প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী প্রদত্ত সঙ্কল্পপত্র পাঠ করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান।

রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড অনুপ সিং গুরগাঁওতে হন্ডা শ্রমিকদের উপর বর্বর পুলিশি আক্রমণের ভয়াবহ চিত্র এবং নিদারুণ বিদ্যুৎ সঙ্কট এবং কৃষকদের ঋণগ্রস্ততার জ্বলন্ত সমস্যা তুলে ধরে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

গুজরাট

গুজরাট রাজ্যের বরোদার নাগরওয়াড়ায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ৮ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন কমরেড ভরত মেহতা। সভার শুরুতে কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়।

সম্প্রতি বরোদায় ঘটে যাওয়া প্লাবনে ২৪ দিন ব্যাপী ত্রাণকার্য চালায় এস ইউ সি আই। এরপর ঘটে নৃশংস ঝুপড়ি উচ্ছেদ। এই দুই ঘটনায় বিপর্যস্ত জনগণের দাবি নিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড কানু খাড়াড়িয়া এবং সমর্থন করেন কমরেড জয়েশ প্যাটেল। এরপর বক্তব্য রাখেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকা রথ। তিনি মনুষ্যসৃষ্ট প্লাবন ও জনবসতি উচ্ছেদের দ্বারা জনগণকে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার জন্য মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

প্রধান বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দলের বক্তব্য বিশদভাবে আলোচনা করেন। গুরগাঁওয়ে শ্রমিকদের উপর অমানবিক জুলুমের তিনি তীব্র নিন্দা করেন।

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, গুজরাটের দাঙ্গায় পীড়িত মানুষের পুনর্বাসন আজও সুদূরপরাহত। কেন্দ্রের সিপিএম- সিপিআই সমর্থিত ইউপিএ সরকার পূর্বতন এনডিএ সরকারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। বর্তমান যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার পথে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার আহ্বান তিনি জানান।

এছাড়াও এস ইউ সি আই রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেডস্ তপন দাশগুপ্ত, রামভরত মৌর্য, অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভাবিক রাজা, এম এস এস-এর কমরেড ভারতী পারমার বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

আসাম

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা, কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উপলক্ষে দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটীর লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদনে এক জনসভা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এই দিনটি উদ্‌যাপনের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার অন্যতম বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং অনুশীলন সমিতির ধারার অনুধাবনের পথেই একটা পর্যায়ে গিয়ে এই উপলব্ধির অধিকারী হলেন যে, অনুশীলন সমিতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে না পারলে এবং মার্কসবাদের সঠিক ধারণার ভিত্তিতে প্রকৃত কমিউনিস্ট দল গড়ে তুলতে না পারলে গণমুক্তি সম্ভব নয়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই'র গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এবং

গৌহাটির সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনার মাধ্যমেই কমরেড শিবদাস ঘোষের দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে, নামে কমিউনিস্ট হলেও প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে সি পি আই গড়ে উঠতে পারেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মূল দিকটি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ব্যক্তি সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে উদ্ভূত যে

চারের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে সমাবেশ

তিনের পাতার পর

মানসিকতা তার থেকে মুক্ত হয়ে যৌনজীবন সহ জীবনের সকল দিক ব্যাপ্ত করে প্রতিদিন সংগ্রামের মাধ্যমে কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলা এবং তার ভিত্তিতে যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে না পারলে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি তার গঠন প্রক্রিয়ায় এই সংগ্রাম না করায় এই দলের নেতারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত হওয়া তো নয়ই, বরং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হয়েই প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্রের পরিবর্তে পেটিবুর্জোয়া চরিত্র নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চলে এল, যার ফলশ্রুতিতেই প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে না উঠে সেটা একটা পেটিবুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হল। এই ধ্যানধারণার ভিত্তিতে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করার মধ্য দিয়েই কমরেড ঘোষ ভারতের মাটিতে এস ইউ সি আইকে একটা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম করেছেন।

তিনি বলেন, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে দেখা দেওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কমরেড ঘোষ যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সময়ে তাকে ধরে সংগ্রাম না করার ফলেই বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে আজ বিপর্যয় নেমে এসেছে। জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন যে, সি পি আই, সি পি এম-এর বামপন্থার নামে ভণ্ডামি আজ দেশের জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তৎকালীন সি পি আই'র বিশ্বাসঘাতকতা সেইদিন জনসাধারণ ধরতে না পারলেও বামপন্থার নাম করে পুঁজিপতিশ্রেণীর সাথে সি পি আই-সি পি এমের গোপন আঁতাত আজ স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিজেপি-আর এস এসকে রোখার নাম করে সি পিএম-সি পি আই'র কংগ্রেসের সাথে যাওয়াকে তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যদি দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আদর্শগত আন্দোলন গড়ে তোলা না যায় তাহলে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থবাহী দলের সাথে একত্রে ক্ষমতায় গিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে রোখা অসম্ভব।

আসামের কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে সৃষ্টি হওয়া বিভাজনবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং সংকীর্ণতাবাদী মানসিকতাকে যেভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রশ্রয় দিয়ে আসছে, তার ফলে আসামের অস্তিত্ব, আসামের সর্বস্তরের জনগণের ঐক্য, আসামের ভৌগোলিক অখণ্ডতা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে।

সভায় দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী আসামের জনগণকে তাদের মুক্তির লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে এস ইউ সি আই দলকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক কলেজ প্রাদেশিকীকরণের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু জনসাধারণের রক্ষাকবচ আই এম ডি টি আইন উচ্চতম আদালত বাতিল করার প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু ভারতীয় নাগরিকদের হয়রানির হাত থেকে রক্ষার জন্য আই এম ডি টি আইনের যে ধারাগুলো ছিল তা সন্নিবিষ্ট করে একটি নতুন আইন প্রণয়নের দাবিতে দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বিহার

সর্বহারার মহান নেতা, আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম প্রয়াণ দিবসে পাটনায় নালা রোডে দলের রাজ্য দপ্তরে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন পার্টির কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড ছায়া মুখার্জী।

ওই দিন স্থানীয় আই এম এ হলে আহূত জনসভায় প্রধান বক্তা কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এদেশে যদি একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি থাকত, তাহলে কিষাণ-মজুর, ছাত্র-যুবকদের কোরবানির ফল বুর্জোয়াশ্রেণী এভাবে আত্মসাৎ করতে পারত না। তিনি বলেন — যতদিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ টিকে থাকবে ততদিন শোষণের হাত থেকে জনগণের মুক্তি হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী শিক্ষাগুলি তুলে ধরে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

বিহার রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড অরুণকুমার সিংহ বলেন — সরকারি দলগুলি ও প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদের সেবা করছে বলেই তারাও চরম ভ্রষ্টাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে।

সভার সভাপতি বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিউশঙ্কর বলেন — স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরও বিহারের জনগণ খরা বন্যায় প্রায় প্রতিবছরই সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। শাসকদল ও প্রশাসন রিলিফের টাকা পর্যন্ত আত্মসাৎ করছে। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে দেশের মানুষকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভায় জনজীবনের বিভিন্ন দাবিগুলি নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ছত্তিশগড়

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ আগস্ট ছত্তিশগড় রাজ্যের দুর্গে জনসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড বাদশা খান। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে তুলে ধরে তিনি বলেন — মার্কসবাদ কেবল শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন নয়, এটি হল সমাজ ও জীবন সম্পর্কে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত একটি দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বলেন, এই দর্শনকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি পচাগলা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান কমরেড শিবদাস ঘোষ রেখেছেন।

তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ু রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে ৭ আগস্ট থেনি জেলা সদরের ভগবতী আম্মান হলে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে পার্টি কর্মী ও সমর্থকরা ঐ সভায় যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড অনাবর্তন। প্রধান বক্তা ছিলেন কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস। সভাস্থলে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর পাশপাশি তামিলনাড়ু ও অন্যান্য রাজ্যে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের ছবির প্রদর্শনী ও একটি বুকস্টলের আয়োজন করা হয়েছিল।

কমরেড লুকোসের মূল বক্তব্য ছিল এটাই যে, পুঁজিবাদী শোষণ- নিপীড়ন যাকে বিশ্বায়নের নীতি আরও তীব্র করেছে, তার হাত থেকে জনগণের মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সর্বপ্রথম একথা উপলব্ধি করা যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা হচ্ছে একমাত্র দর্শন যা আমাদের মুক্তিপথের সন্ধান দেয়। এই মুক্তি আন্দোলনকে পরিচালনা করতে পারে একমাত্র এস ইউ সি আই — যে দলই হচ্ছে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনসংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল।

তিনি দেখান, কীভাবে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরও জনগণের উপর শোষণ কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। কেন্দ্রে বা রাজ্যের সরকারে কংগ্রেস বা বিজেপি, ডিএমকে বা এডিএমকে, বা কোথাও সিপিএম — যারাই থাকুক, তারা সকলেই মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ততার সাথে পুঁজিবাদেরই সেবা করেছে। পুঁজিবাদ গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি আধুনিক সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে স্মরণসভা

এস ইউ সি আই রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে সিংভূম জেলার ঘাটশিলাস্থিতমার্কসবাদ - লেনিনবাদ - কমরেডশিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অধ্যয়ন কেন্দ্রে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ৫ আগস্ট প্রতি বছর আমাদের জীবনে এই প্রশ্ন নিয়ে আসে যে, মহান নেতা শিবদাস ঘোষের চিন্তার আধারে সত্যিকারের মানুষ হিসাবে, সমাজবিপ্লবের সৈনিক হিসাবে আমরা আমাদের কর্তব্য কতটুকু পালন করতে পেরেছি, উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে আমরা কতদূর এগুতে পেরেছি।

তিনি বলেন, অতীতে মার্কসবাদী বিচারধারাকে প্রয়োগ করে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেই সিদ্ধান্তগুলোকেই হুবহু নকল করে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতের মাটিতে প্রয়োগ করেননি। তিনি ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী বিচারধারার সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন এবং জ্ঞানজগতের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে ভারতবর্ষের বিপ্লবের বিশেষ স্তরটি সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করে গিয়েছেন শুধু নয়, সেই বিপ্লবের অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল এস ইউ সি আইকেও গড়ে দিয়ে গিয়েছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে উদ্ধৃত করে কমরেড ধর বলেন, এই মার্কসবাদী বিচারধারা আয়ত্ত করতে পারাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে মার্কসবাদ জানা। কিন্তু এই মার্কসবাদী বিচারধারা উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র ব্যতিরেকে আয়ত্ত করাই সম্ভব নয়। তাছাড়া এই উন্নত চরিত্রগত মান অর্জনের সীমাটা চিরকাল এক জায়গায় থাকে না। মানুষের সমাজ, সমস্যা, জীবনধারা পরিবর্তনের সাথে সাথে উন্নত চরিত্রের মান অর্জনের সীমাটাও উন্নত হতে থাকে। তাই লেনিনের যুগে, মাওয়ের যুগে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের মানটা যে জায়গায় ছিল, আজ ঠিক সেই জায়গাতেই থেকে গেলে চলেনা। তাই লেনিন-মাওয়ের যুগে শ্রেণী, দল ও বিপ্লবের কাছে ব্যক্তিপ্রয়োজনকে গৌণ করাই যেখানে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান ছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, 'আজকের পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামের শুরুই এখান থেকে। আজ উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে শ্রেণী, দল, বিপ্লবের সাথে, ব্যক্তি প্রয়োজনকে একাত্ম করে দিতে হবে, বিলীন করে দিতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজে ছিলেন এই উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

দেশের বর্তমান চূড়ান্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট এবং এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উল্লেখ করে কমরেড ধর বলেন, এই বিপ্লবকে সফল করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ সমগ্র জীবনব্যাপী একদল ভাল সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী তৈরি করার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন, যাঁরা নিজেদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিবাদকে প্রয়োগ করে নতুন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে। আজ ৫ আগস্ট আমাদের আবার নতুন করে সেই শপথ গ্রহণ করতে হবে।

সভার সভাপতি ছিলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। সভায় পার্টির সঙ্গীতমঙ্গলী কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত গান ও ইন্টারন্যাশনাল পরিবেশন করেন। সভায় উল্লেখযোগ্য জনসমাগম হয়।

সকালে স্টাডি সেন্টারে পার্টি পতাকা উত্তোলন করে কমরেড ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করেন কমরেড রণজিৎ ধর। এছাড়া মাল্যদান করেন পার্টি রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড হেম চক্রবর্তী, স্টাডি সেন্টারের পক্ষে মলয় বসু, এ আই কে কে এম এস-এর পক্ষে কে পি সিং, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে মোহন চৌধুরী, এ আই এম এস এস-এর পক্ষে কেয়া দে, এ আই ডি এস ও'র পক্ষে মদন চ্যাটার্জী প্রমুখ।

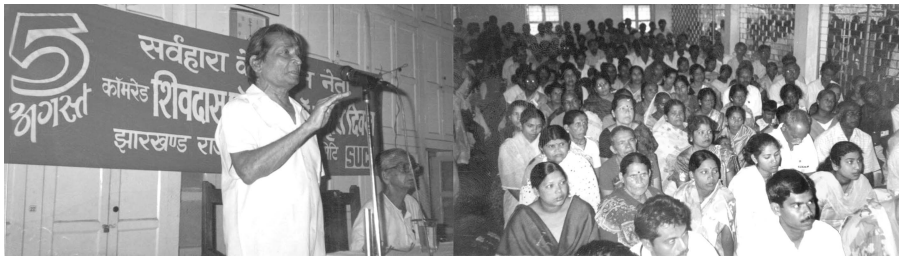

বক্তব্য রাখছেন কমরেড রণজিৎ ধর

কুলতলির জনগণের চোখে জল, বুকে প্রতিরোধের শপথ

জননেতা বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত এবং আরও চার কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কুলতলি বিধানসভা এলাকার সর্বত্র নেমে আসে গভীর বেদনার ছায়া। এই সংবাদে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। অনেক পরিবারে রান্না হয়ে গেলেও খাওয়া হয়নি। কার্যত উপবাসে কাটিয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। সিপিএমের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মানুষ তীব্র ঘৃণায় ফেটে পড়েছেন। এমনকী সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকেরাও এই ষড়যন্ত্রের জন্য তাদের নেতৃত্বকে ধিক্কার জানাচ্ছেন ; পরামর্শ দিচ্ছেন — 'আপনারা ভাল করে মামলা লড়ুন, আমরা টাকা দিয়ে সাহায্য করব।' অনেকে বলেছেন, সাংবাদিকদের কাছে আদালতের রায় শোনার পর টিভিতে প্রবোধবাবুকে যেভাবে নির্ভীক পদক্ষেপে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি, তাতে আমরা অভিভূত ; তাঁর চোখে-মুখে কোনও হতাশা বা দুঃখের চিহ্ন দেখিনি। এ দৃশ্য ভুলবার নয়।

এই মামলার পুনর্বিচার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে আপিল করা হয়েছে, তার রায় বেরোবার আগেই কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ অন্য কমরেডদের আদালতে আত্মসমর্পণের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট। এই দিন হাজার হাজার মানুষ বীরের সম্বর্ধনা দিয়ে তাঁকে আদালতে পৌঁছে দেবেন। তার আগে কুলতলির প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে জনসভায় প্রবোধবাবু জনগণের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করবেন — এই ছিল কর্মসূচি। সেই হিসেবে ৮ আগস্ট মেরিগঞ্জে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিমপ্রধান এলাকা। সেখানকার শত শত মহিলা মিছিল করে সমাবেশে আসেন। পাশেই হাট। হাট ভেঙে হাজার হাজার মানুষ সভায় উপস্থিত। স্থানীয় মানুষ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা পুষ্পস্তবক ও মালা দিয়ে প্রবোধবাবুকে বীরের সম্বর্ধনা দেন। পুষ্পস্তবক দিতে এসে মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়েন। সভাস্থলে সবার চোখে জল। প্রবোধবাবু সবাইকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন, গরিবের দল এস ইউ সি আই-কে তিনি আরও শক্তিশালী করে তোলার আহ্বান জানান, সবাইকে আরও বেশি বেশি দায়িত্ব নিয়ে গরিবের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়বার জন্য মুক্তহস্তে দানের আহ্বান জানান। সভাশেষে বহু মানুষ তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য প্রবোধবাবুর হাতে তুলে দেন।

এক দরিদ্র খেতমজুর বাজারে এসেছিলেন দু'টি টাকা নিয়ে ; তিনি তাঁর সেই সম্বলটুকুও প্রবোধবাবুর হাতে তুলে দেন, বলেন —'আপনি আমার কিছু নিন'। তার আগের দিন চুপড়িঝাড়া অঞ্চলে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধা ভিখারিণী, ভাল করে হাঁটতেও পারেন না, তিনি তাঁর সারাদিনের ভিক্ষাশেষে সংগ্রহ করা আড়াইটি টাকা আমাদের এক কর্মীর হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন — 'এটা নাও, আমি আরও দেব, তোমরা প্রবোধবাবুকে ছাড়িয়ে আনো।' এই দু'টি দানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে প্রতিবারই প্রবোধবাবুর কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে। তিনি বলেছেন, 'এই দু-টাকা, আড়াই টাকার মূল্য কোটি কোটি টাকা ; অর্থমূল্য দিয়ে এর তুলনা চলে না। দলের প্রতি এ হল গরিবের ভালবাসা ; তাই দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমার প্রতি এই ভালবাসা, আবেগ। কোন রক্তের সম্পর্কে এ ভালবাসা মেলে না, টাকা দিয়ে এ ভালবাসা কেনা যাবে না। গরিবের এই ভালবাসাই শত খুন, অত্যাচার, প্রলোভনকে উপেক্ষা করে কুলতলির বুকে এস ইউ সি আই-কে রক্ষা করছে।'

মেরিগঞ্জে জনসভার প্রভাব এত গভীর যে তাতে সিপিএম আতঙ্কিত। তারা ভেবেছিল, কারাদণ্ডের সংবাদে প্রবোধবাবু মুষড়ে পড়বেন, দলের কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষও অসহায় হয়ে পড়বে, এস ইউ সি আই সংগঠন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে এবং সিপিএম সেই সুযোগে লাভবান হবে। কিন্তু জয়নগর-কুলতলির মাটিকে তারা আজও চিনে উঠতে পারেনি। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই গড়ে তোলার সংগ্রাম যখন শুরু করেন, সেই শুরুর সময়ে এই জয়নগর-কুলতলির গরিব মানুষই তাঁকে সর্বপ্রথম বুকে স্থান দিয়েছিলেন। এই মাটিতেই কমরেড শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এই মাটিতেই গরিব চাষী, খেতমজুর, নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, লড়াই করে নিজেদের ঘামে-রক্তে ভেজা জমিতে ভাগচাষীরা নিজেদের ন্যায্য অধিকার কায়েম করেছিল। এই মাটিতেই শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন কমরেড আমির আলি হালদার, হাকিম সেখ, মোকারম খাঁ, সুজাউদ্দিন আখন্দ, ইলিয়াস, হাসেম খাঁ, অশোক হালদার প্রমুখ মহান যোদ্ধারা। এই মাটিতেই মিশে আছে কমরেড রেণুপদ হালদার, ধীরেন ভাণ্ডারির মত ব্যক্তিত্বের দেহাবশেষ। সিপিএম নেতারা মেরিগঞ্জের জনসভায় শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর সেই জয়নগর-কুলতলিকেই যেন দেখতে পেল।

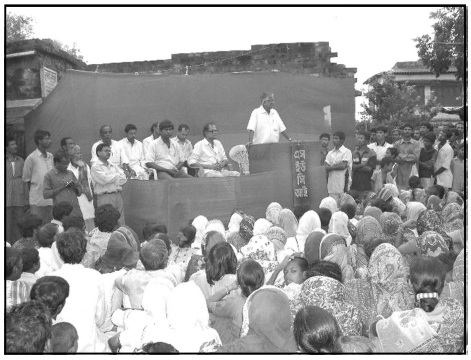

দেউলবাড়ি অঞ্চলের কাঁটামারি হাটের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত

কুলতলির মানুষ ভয়ে আতঙ্কে ভেঙে না পড়ে বরং প্রতিরোধের শপথ নিচ্ছে। ফলে এস ইউ সি আই-কে জনসভা করতে দিলে বিপদ। তাই প্রশাসনকে দিয়ে সি পি এম সরকার জনসভা ও মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়েছে। সেকারণে, প্রতিটি অঞ্চলে কয়েকটি করে সাধারণ সভা করে প্রবোধবাবু খালি গলায় বক্তব্য রাখছেন। শত শত মানুষ সেখানে সমবেত হচ্ছেন, কোথাও বা হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হুকাহারানিয়া পার্টি অফিসের সামনে লোক জমায়েতের জায়গা ছোট, তাই পাশাপাশি ঘরের খোলা ছাদ, একতলা-দোতলা বাড়িগুলোর জানালা — সর্বত্র ছিল মানুষের ভিড়। প্রতি সভায় দলের প্রতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের গভীর আবেগ ও ভালবাসার স্ফূরণ ঘটছে। যে মৈপীঠ সিপিএম দুষ্কৃতীবাহিনীর মুক্তাঞ্চল, যেখানে গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও প্রবোধবাবু ঢুকতে পারেননি, যেখানে ভোটে সমস্ত বুথ দখল করে সিপিএম ছাপ্পা ভোট করায়, এবার সেখানেও প্রবোধবাবু গেছেন। নৌকার ঘাটে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে শত শত মানুষের ভিড়, মালা দিয়ে সম্বর্ধনা ; প্রবোধবাবুর সভায় আসার অপরাধে পরে সিপিএমের অত্যাচার নেমে আসবে জেনেও প্রায় সাতশ' মানুষ হাজির হয়েছিলেন প্রবোধবাবুর সভায়। কমরেড প্রবোধবাবু নিজে বলছেন, মানুষের মনের গভীরে পার্টির প্রতি এমন ভালবাসা আগে বুঝিনি। বাস্তবিক অর্থে সিপিএমের এই ষড়যন্ত্র কুলতলির গরিব সাধারণ মানুষের একেবারে তন্ত্রীতে নাড়া দিয়েছে। ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে তাঁরা নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন। কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কমরেডরা যেন নতুন মানুষ, বীর নায়ক।

সভার পর সভায় কমরেড প্রবোধ পুরকাইত তাঁর আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে বলছেন, ''আমাদের মাত্র দু'জন এম এল এ। এই নিয়ে আমরা তো সিপিএমের সরকারি ক্ষমতা কেড়ে নিতে যাচ্ছি না। তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে সিপিএমের এই আক্রমণ কেন ? কারণ মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছে সিপিএম রাজ্যের চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তের স্বার্থকে বলি দিচ্ছে। আর, এস ইউ সি আই সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, গরিব সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে লড়ে যাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রে তাদের ষড়যন্ত্রের ছক আটকে দিচ্ছে। ওরা সুন্দরবন এলাকাকে সাহারা কোম্পানির কাছে বেচে দেবার চুক্তি করেছে ২০০১ সালে। সেই চুক্তি অনুসারে ওরা সাধারণ মানুষের চাষ ও বসবাসের জমি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে, যে নদীতে গরিব মানুষ মাছ কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে, গরিব মানুষ জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে জীবিকা চালায় — সে অধিকারও কেড়ে নিতে উদ্যত। এই জল-জঙ্গল-জমি অধিকার করে সেখানে গড়ে তুলবে পাঁচতারা-সাততারা হোটেল, খেলার মাঠ, শপিং মল, সুইমিং পুল। সেখানে দেশি-বিদেশি বড়লোকের ছেলেমেয়েরা আসবে, লাল-নীল জলে উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ হয়ে তারা স্ফূর্তি করবে, আর তাদের দালালরা গ্রামে গ্রামে আমাদের অভাবী গরিব ঘরের মেয়েদের টাকার লোভ দেখিয়ে এইসব হোটেলে নিয়ে যাবে বড়লোকদের স্ফূর্তি-লালসা মেটাতে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই এবং আমি সেই আন্দোলনে আছি। কৈখালিতে ৭০০ বিঘা জমি দখল করতে সাহারা কোম্পানির লোক এবং প্রশাসনের লোকজন এসেছিল। আমাদের নেতৃত্বে মেয়েরা ঝাঁটা-বঁটি-কাস্তে নিয়ে তাড়া করে তাদের এলাকা-ছাড়া করেছে। বলেছে — এ জমি আমাদের, এ জমির সঙ্গে আমাদের ঘাম-রক্ত মিশে আছে, জীবন থাকতে এ জমি আমরা দেব না। অন্যান্য ব্লকেও এমন প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সিপিএম তাই ক্ষিপ্ত। তাদের হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন আটকে গেছে। এই আমাদের অপরাধ।''

তিনি বলে চলেন, ''একটি জীবন্ত স্রোতস্বিনী নদী হুকাহারানিয়া। ওরা জলাধার তৈরির নাম করে বেঁধে দিচ্ছে। আসলে লোনা ফিসারি করে কোটি কোটি টাকা লুটেপুটে খাবে। আর তার রক্ষণাবেক্ষণের নামে ওখানে ক্রিমিনালবাহিনী পুষবে, যাদের ব্যবহার করে পাশাপাশি অঞ্চলগুলোতে গরিবের সংগঠন ভাঙবে, এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের হত্যা করবে। এই ওদের পরিকল্পনা। আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। বলেছি — নদীর স্বাভাবিক স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেলে বন্যা-ভাঙন দেখা দেবে ; ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হবে ; অসংখ্য মৎস্যজীবী নদী-সমুদ্রে মাছ ধরে এই নদীপথে দ্রুত বিভিন্ন হাটে-বাজারে বিক্রির জন্য যায়, সে'পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সরকারেরই বনদপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, নদী জলপথ দপ্তর এই নদী বাঁধায় আপত্তি করেছে। কিন্তু মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী তাঁর সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সাহায্যে গায়ের জোরে নদী বাঁধছে। আমরা তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছি। সিপিএম সমর্থক সাধারণ মানুষও আমাদের আন্দোলনে সামিল হয়েছে। পাশাপাশি আইনি পথেও আমরা লড়ছি। গত ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে সরকারকে নদী বাঁধার কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে তার এই অপকর্মের জবাব চেয়েছে। এইভাবে ওদের লুটেপুটে খাওয়ার ছক আমরা বানচাল করে দিচ্ছি। সিপিএম তাই ক্ষিপ্ত। ইতিপূর্বে সুন্দরবনে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি স্থাপন করতে চেয়েছিল, আমরা আন্দোলন করে আটকে দিয়েছি — তাও আপনারা জানেন।

''ওরা শিক্ষায় ফি বাড়িয়ে গরিব ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, হাসপাতালে চার্জ বাড়িয়ে গরিবের ফ্রি-চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে, উচ্চশিক্ষা ও হাসপাতালকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে মুনাফা লুটবার জন্য। আমরা প্রশ্ন তুলেছি, গরিব মানুষ যাবে কোথায় ? ওরা বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধি করছে, জমির ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, পঞ্চায়েত ট্যাক্স চাপাচ্ছে। চাষীর সার, বীজ, ওষুধের দাম অগ্নিমূল্য, চাষী ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না — ফড়ে, দালাল ও ব্যবসাদাররা লুটেপুটে খাচ্ছে। আমরা গরিব মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে এইসব জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছি।'' প্রবোধবাবু বলেন, ''গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম আমাদের কাছে যুক্তভাবে নির্বাচনে লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ওরা যেভাবে মালিকশ্রেণীর পায়ে নিজেদের মাথা বিক্রি করে দিয়েছে, গরিবের পার্টি এস ইউ সি আই-কেও তাই করাতে চেয়েছিল। পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, এম এল এ চাই না, মন্ত্রীত্ব চাই না, আপনারা গরিব-সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যেসব সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছেন — আগে সেগুলি পরিত্যাগ করুন, গরিবের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান, তাহলে আমাদের সমর্থন পাবেন। আমরা গরিবের পাশে আছি, গরিবের পাশেই থাকবো। গায়ের জোরে আমাদের দু'টো এম এল এ সিট কেড়ে নিলেও নিতে পারেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমরা বেইমানি করতে পারব না।''

তিনি মানুষের কাছে বলেন, ''দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে আমি কাজ শুরু করি ১৯৬৬ সালে। এই দীর্ঘ ৪০টা বছর আমি আপনাদের পাশে আছি। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি দেখেছি — গরিবের সংঘবদ্ধতাকে ভাঙতে প্রথমে কংগ্রেস, পরে সিপিএম কত ভয়ঙ্কর আক্রমণ করেছে, খুন করেছে, অত্যাচার করেছে, ভিটেমাটি থেকে আপনাদের অনেককে উৎখাত করেছে, মিথ্যা মামলায় জেলে দিয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করিয়েছে, নির্বাচনের আগে কোটি কোটি টাকা ছড়িয়েছে, ভোটে বুথ দখল করেছে। কিন্তু এই সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে কুলতলির গরিব সাধারণ মানুষ এস ইউ সি আই-কে ভোট দেয়। গরিবের ভোটে গরিবের পার্টি জেতে। সেই পার্টির প্রয়োজনেই আমি ব্যক্তি প্রবোধ পুরকাইত নেতা, এম এল এ। ৯ বার আপনারা আমাকে নির্বাচিত করে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন। বর্তমান বিধানসভায় ৯ বার জয়ী আর কোনও এম এল এ নেই। কয়েকমাস বাদেই আসছে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে আমার প্রার্থী হওয়া আটকাতে সিপিএম এই মিথ্যা মামলার আশ্রয় নিয়েছে। ওরা ভেবেছে — প্রবোধ পুরকাইত সহ কয়েকজন কমরেডকে জেলে ভরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে সমাবেশ

চারের পাতার পর

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন হওয়ায় সারা বিশ্বজুড়েই জনগণের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারগুলি আক্রান্ত হচ্ছে, দুর্বল দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তিগুলি সরাসরি পুঁজিবাদী শিবিরে যোগ দিয়েছে।

কিন্তু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের কোনও আক্রমণই শোষিত মানুষের অগ্রগতিকে রুখতে পারবে না, যদি তারা সঠিক আদর্শ ও সঠিক দল চিনে নিতে পারে। ভারতবর্ষে সেই সঠিক বিপ্লবী আদর্শ ও সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে দিয়ে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

কেরালা

এস ইউ সি আই কেরালা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজ্যের নানা জেলায় সভা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে মহান নেতার স্মরণদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ৫ আগস্ট ৬টি জেলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিবান্দ্রম ও পট্টনাম থিট্টা শহরের সভা দু'টিতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস। আলেপ্পি জেলার জনসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভি ভেনুগোপাল। এছাড়া কোট্টায়াম, কালিকট ও এর্নাকুলাম জেলাতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের মহান জীবনসংগ্রামের শিক্ষাগুলির উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় কমিটি বর্তমানে পার্টি ও গণসংগঠনগুলির পুনরুজ্জীবন ও সংহতির জন্য নতুন করে সংগ্রামের যে ডাক দিয়েছে, তাকে রূপায়িত করার জন্য সর্বত্রই কমরেডরা শপথ গ্রহণ করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ

৭ আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর প্রেস ক্লাবে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের অনন্তপুর জেলা সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ। সভার প্রধান বক্তা দলের কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল সেই সময় 'শ্রেণী-দল ও বিপ্লবের স্বার্থই মুখ্য, ব্যক্তিস্বার্থ গৌণ' — এটা ছিল উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মানদণ্ড। কিন্তু পুঁজিবাদের এই সঙ্কটের যুগে যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রগতির চরিত্র হারিয়ে প্রতিক্রিয়ার রূপ পরিগ্রহ করেছে, যখন ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে তখন কমিউনিস্ট চরিত্রের পুরানো মানদণ্ড দিয়ে এযুগে বিপ্লব হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের যুগে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, এ যুগে ব্যক্তিস্বার্থকে পুরোপুরি শ্রেণী-দল ও বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে হাসিমুখে বিলীন করার সংগ্রাম ব্যতিরেকে উন্নত মানের কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভবই নয়। জাতীয় ক্ষেত্রে সিপিএম, সিপিআই সমর্থিত কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতির সমালোচনা করে কমরেড রাধাকৃষ্ণ বলেন, এই সরকার বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ'র পথেই চলছে। তিনি আরও বলেন, মেকি বামপন্থী সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি দলগুলি ইউপিএ সরকারের জনবিরোধী নীতির মৌখিক বিরোধিতা করলেও বাস্তবে সমর্থন করছে।

সভার অপর বক্তা দলের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, পৃথক রাজ্য কেবল ক্ষমতালোভী রাজনীতিক ও কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থ পূরণ করতে পারে, শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্তের এতে কল্যাণ নেই। তিনি বলেন, পশ্চাৎপদতা কোন ব্যক্তি বা দলের সৃষ্টি নয়, পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসম বিকাশের জন্যই পশ্চাৎপদতা থেকে যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তীব্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু দাবি আদায় হতে পারে, কিন্তু এই অসমতা সমাজতন্ত্র ছাড়া দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়। মুমূর্ষু পুঁজিবাদের সেবাদাস দলগুলিই শোষিত জনগণের ঐক্য ভাঙতে নগ্নভাবে আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতির খেলা খেলছে।

মহারাষ্ট্র

নাগপুরের রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি হলে ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই নাগপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মাধব ভোন্ডে।

নাগপুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড দীপঙ্কর রায়

প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায় বলেন, মহান কার্ল মার্কসের সহযোদ্ধা মহান ফ্রেডরিক এঙ্গেলস সারা জীবনব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের শোষিত মানুষের হাতে মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা তুলে দিয়ে গেছেন। মার্কস-এঙ্গেলসের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শুধুমাত্র আর্থিক মুক্তির দর্শন নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রকে পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত করার দর্শন। তিনি বলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ভারতবর্ষের শোষিত নিপীড়িত জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার কর্তব্য সম্পাদন করার মধ্যেই রয়েছে স্মরণদিবস পালনের যথার্থ তাৎপর্য।

মধ্যপ্রদেশ

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস পালনের কর্মসূচি হিসাবে জুলাই মাসের শেষ দু'সপ্তাহ জবলপুরে কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলী অধ্যয়ন এবং দলের পুস্তিকা প্রচার অভিযান করা হয়।

৫ আগস্ট সকাল সাড়ে নটায় জবলপুর জেলা অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও কমরেড ঘোষের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংযোজক কমরেড উমাপ্রসাদ। সন্ধ্যা ৭টায় কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয়। সভার প্রধান বক্তা কমরেড উমাপ্রসাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, তাঁর শিক্ষাগুলি জানা ও আয়ত্ত করার জন্য সংগ্রাম চালানোর আহ্বান জানান।

সভার সঞ্চালক কমরেড ভবানী ঘোষ বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলি আয়ত্ত করার সংগ্রাম না করলে শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

৮ আগস্ট জবলপুরের বোগদা পুল, পারস পরিসরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড উমাপ্রসাদ, প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড অরুণকুমার সিংহ।

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরপ্রদেশে মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সুলতানপুর, প্রতাপগড়, জৌনপুর, কানপুর, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ — এই ছয়টি স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সুলতানপুর, প্রতাপগড় ও জৌনপুরে মুখ্য বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন দলের ইউ পি রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি এন সিংহ। বাকি তিনটি স্থানে প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। প্রতিটি সভাতেই বক্তাগণ ভারতের শোষিত মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে সমাজবিপ্লব সফল করার উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য এই দুই মহান নেতার জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান এবং সমস্ত ক্রটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দলকে পুনরুজ্জীবিত ও সংহত করার যে আহ্বান দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী কর্মীদের সামনে রেখেছেন তাতে সচেতন ভূমিকা পালনের কথা কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন।

কুলতলির জনগণের চোখে জল, বুকে প্রতিরোধের শপথ

পাঁচের পাতার পর

দিলে গরিবের লড়াই স্তব্ধ হয়ে যাবে, এস ইউ সি আই পরাস্ত হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনারা এর জবাব দেবেন, গরিবের পার্টি এস ইউ সি আই-কে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলবেন ; অন্যান্যবারের মতই ওদের স্বপ্নকে আপনারা দুঃস্বপ্নে পরিণত করবেন।''

সভার পর সভায় বয়স্ক থেকে কিশোর, গ্রামের ঘোমটা দেওয়া বৌরা পর্যন্ত ছুটে আসছেন প্রবোধবাবুকে দেখতে। ফুলের মালা গেঁথে এনে প্রবোধবাবুর গলায় পরিয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছেন। সভাশেষে দলে দলে প্রবোধবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, কেউ বা প্রবোধবাবুর পায়ে মাথা ঠুকছেন, প্রবোধবাবুর বুকে মাথা ঠুকছেন। মায়েদের কপালের সিন্দুরে প্রবোধবাবুর সাদা জামা রাঙা হয়ে উঠছে। সভাশেষে লাইন দিয়ে যার যা সামর্থ্য অর্থসাহায্য তুলে দিচ্ছেন প্রবোধবাবুর হাতে। একটা হাটে সভা শুরুর আগেই এক ভিখারিনী — যাকে সকলে চেনে, সে এক কর্মীকে জিজ্ঞেস করছে, তোদের এম এল এ কখন আসবে ? আমি টাকা দেব। সভা শেষে সে প্রবোধবাবুর হাতে তার ভিক্ষার ২১ টাকা তুলে দিয়ে গেছে।

সভা শেষ। সর্বত্র হাটে, রাস্তার মোড়ে মানুষের কতরকম আলোচনা। সিপিএমের প্রতি ঘৃণা, ধিক্কার। অন্যদিকে প্রবোধবাবুর প্রতি কী গভীর আবেগ ! একজন অন্য জনকে ডেকে বলছে, 'কে বলে দুনিয়া উল্টে যায় না, এই তো গেল ! না হলে প্রবোধ পুরকাইতের মতো মানুষের জেল হয় !' কেউ বলছে, 'প্রবোধবাবু তো বড়লোকের ছেলে ছিল, স্কুলমাস্টারি করত। তার কীসের অভাব ? সব ছেড়ে দিয়ে আমাদের গরিবদের জন্য লড়াই করছে বলে সিপিএম তাকে মিথ্যা কেসে জড়িয়ে জেলে পাঠাচ্ছে। ভগবান নিশ্চয় এর বিচার করবে।' কেউ বলছেন — 'আল্লা আছে, মালিক আছে, সত্যের জয় হবেই'। এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'নিজের ভাই মরেছে, এত কষ্ট পাইনি ; প্রবোধ পুরকাইতকে আলাদা করে দেখিনি। তিনি আমাদের ভাই, মায়ের পেটের ভাই।' একটি বাড়িতে এসে প্রবোধবাবু উঠেছেন। একটু বাদেই ক্লাবের মাঠে তিনি যাবেন। সেখানে সবাই জড়ো হচ্ছে। এক মহিলা এসে বাড়িতে ঢুকেছেন। আমাদের কর্মী তাঁকে বলছেন, আপনি মাঠে যান, ওখানে প্রবোধবাবু যাবেন। মহিলা নাছোড়বান্দা। ঘরে ঢুকেই প্রবোধবাবুর পায়ে মাথা ঠুকে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

গাড়িতে চলেছেন গ্রামে গ্রামে। পথে গাড়ি থামিয়ে মানুষ প্রবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করছেন। অনেকে হাতটা জড়িয়ে ধরে প্রবোধবাবুর মুখের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, চোখ দিয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, ঠোঁটগুলো থরথর করে কেঁপে ওঠে। প্রবোধবাবু সান্ত্বনা দেন — গরিবের পার্টিকে চোখের মণির মতো রক্ষা করুন, তাহলেই আমি শান্তি পাব, সেটাই হবে সিপিএমের ষড়যন্ত্রের যোগ্য জবাব।

সভাশেষে প্রবোধবাবু যেখানে যাচ্ছেন সেখানে ভিড়। প্রবোধবাবুকে ছেড়ে কেউ বাড়ি যেতে চাইছে না। প্রবোধবাবু মেয়েদের বলেছেন, 'মা, এবার তোমরা বাড়ি যাও, সন্ধে হয়ে এল।' কান্না আরও বেড়ে যায়। কেউ কেউ বলেন — 'বাড়ি যেতে ভাল লাগছে না।' এত ভালবাসা ও আবেগ ! প্রবোধবাবুর চোখও জলে ভরে ওঠে বারবার। নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে আবার তিনি সান্ত্বনা দেন নেতার মতো — ''কেঁদো না মা, চোখের জল মোছো। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, গরিবের এ দলের কর্মী হিসেবে যেদিনই নাম লিখিয়েছো, সেদিনই তোমার হাতে এসে গেছে মৃত্যুর পরোয়ানা। আমি যখন এম এল এ হই তখন আমার বয়স ২৫/২৬ বছর। আজ আমার বয়স ৬৭। এই বয়সের অনেক আগেও মানুষ রোগে মারা যায়, অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় ; আমি সেভাবেও মরে যেতে পারতাম। সিপিএম ঘাতকবাহিনী এ জেলায় আমাদের ১৪২ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। আমাকেও মারবার কত চেষ্টা করে যাচ্ছে, আমিও মারা যেতে পারতাম। ১৯৬৯ সালে আমি যখন এম এল এ তখন কংগ্রেসের পুলিশ বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, সেদিনও মারা যেতে পারতাম। কিন্তু মরিনি, ঘটনাচক্রে বেঁচে আছি। আমি জেলবন্দী থাকলেও বেঁচেই তো থাকবো। জেলে আমাদের বিভিন্ন জেলার আরও অনেক নেতা-কর্মী আছেন, গরিবের জন্য লড়াই করতে গিয়ে মিথ্যা মামলায় তাঁদেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। তাঁরা জেলের ভিতরে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণসভা ৫ আগস্ট পালন করেন, দলের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪ এপ্রিল উদ্‌যাপন করেন। কর্মসূচিগুলোতে জেলের অন্যান্য কয়েদীরা অংশ নেন, জেল-কর্মচারীরা এসব অত্যন্ত সমীহের চোখে দেখেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা আমাদের নেতা-কর্মীদের আচরণ, চরিত্র দেখেন, তাঁরা বোঝেন — এঁরা আর পাঁচটা দলের মতো নয়, এঁরা অন্য জাতের। আমি সেই কমরেডদের সঙ্গে থাকবো। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যদি বেরিয়ে আসতে পারি তবে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, আর যদি না ফিরতে পারি, জেলের মধ্যেই আমি থাকবো। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার দেহ জেলের মধ্যে থাকলেও মন থাকবে আপনাদেরই পাশে। আপনাদের আন্দোলনের খবর পাবো, আপনাদের

আটের পাতায় দেখুন

চা-শিল্পে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চুক্তি

একের পাতার পর

উত্তরবঙ্গের সমস্ত সাধারণ মানুষ। চা-শ্রমিকদের সমর্থনে ১৯ জুলাই পালিত হয় উত্তরবঙ্গের চার জেলায় সাধারণ ধর্মঘট। আন্দোলনের উত্তরোত্তর তীব্রতা ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করে মালিকপক্ষ অবশেষে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকস্বার্থবিরোধী এক কালাচুক্তির মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

শ্রমিকস্বার্থবিরোধী চুক্তি

কেন এই চুক্তিকে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী বলা হচ্ছে ? কারণ, এবারের বেতনচুক্তিতে ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত উৎপাদনভিত্তিক মজুরি প্রথা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। চা- শিল্পের ব্রিটিশ মালিকরা এই প্রথা চালু করেছিল। স্বাধীনতার পরও দীর্ঘদিন কংগ্রেস শাসনে ঔপনিবেশিক এই শোষণপ্রথা অব্যাহত ছিল। তারপর ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে চা-শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের মাধ্যমে এই অন্যায় প্রথা বিলুপ্ত হয়। এবার সিপিএম সরকারের বদান্যতায় মালিকরা আবার সেই পুরানো 'প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড ওয়েজ' প্রথা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। দ্বিতীয়ত, এই চুক্তিতে শ্রমিকদের বেতনকাটার ধারা যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শ্রমিকদের দৈনিক 'ঠিকা'র ৭০ শতাংশ পাতা তুলতে হবে এবং সারা সপ্তাহে মোট 'ঠিকা'র পুরোটা তুলতে হবে। কিন্তু সপ্তাহে কোন একদিন ৭০ শতাংশের কম পাতা তুললে, সপ্তাহের পুরো কোটা পূরণ করা সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট হারে শ্রমিকদের বেতন কাটা যাবে।

এখন যে প্রশ্নটি বিবেচনার, তা হল, শ্রমিকরা প্রতিদিন চেষ্টা করেও পাতা তোলার কোটা পূরণ করতে পারবে কি না তার সবটা শ্রমিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রথমত, চা-পাতা সব মরশুমে সমান থাকে না। দ্বিতীয়ত, চা বাগানে উৎপাদন বাড়া-কমা যে যে কারণে হয় তার কোনটার উপরই শ্রমিকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। উৎপাদন নির্ভর করে মূলত গাছের পরিচর্যার উপর, যেটা মালিকপক্ষ নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে করে, অথবা করে না। ঠিকমত সার প্রয়োগ করা, সেচের যথাযথ ব্যবস্থা করা এবং সময়মত পুরানো গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ লাগানো এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক অবস্থা উৎপাদনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাগানে যেখানে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন কমছে সেখানে মালিকপক্ষের অপদার্থতা, গাছের পরিচর্যার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত উদাসীনতা এবং অতি মুনাফা লোভের ফলেই উৎপাদন পরিমাণগত ও গুণগত উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়েছে।

শ্রমিকদের কাছে চা-বাগান হচ্ছে মায়ের মতো, অথচ উৎপাদন বাড়ানোর সহায়ক কোন পরামর্শ শ্রমিকরা দিলে মালিকরা তা শোনে না। তারা লাভের টাকা বাগান থেকে তুলে নিয়ে অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে এবং তার দ্বারা বাগানকে রুগ্ন করে দিয়েছে এমন নজির ভূরি ভূরি। বাগানকে পরিকল্পনামাফিক রুগ্ন করে দিয়ে কোটি কোটি টাকা সরকারি অনুদান আদায় করার পথে যাচ্ছে মালিকরা। ফলে ম্যানেজমেন্টের ইচ্ছাকৃত অপদার্থতা ও প্রাকৃতিক কারণে উৎপাদন হ্রাসের দায়টা কৌশলে, যে শ্রমিকদের এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই, সেই শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মজুরি কাটার দুরভিসন্ধি মালিকরা কার্যকরী করে নিল এই চুক্তির মধ্য দিয়ে। আর নেতৃত্বকারী ইউনিয়ন শ্রমিকস্বার্থের মুখোশ পরে মালিকদের তা করতে দিল এবং সরকারও বলল, এই চুক্তির মধ্য দিয়ে নাকি শ্রমিকরা বিজয় অর্জন করেছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি এর চাইতে চরম বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে ?

মালিকরা উৎপাদনভিত্তিক মজুরি প্রথা চালু করতে এত মরিয়া কেন? কারণ এর পেছনে রয়েছে মালিকদের গভীর দুরভিসন্ধি। মালিকরা এখন বিদেশে চা-বিক্রির ভাল বাজার চায়। কিন্তু তারা ভালই জানে, বিদেশে চা বিক্রির বাজার পেতে হলে উন্নত গুণমানের চায়ের উৎপাদন দরকার। তার জন্য চাই অত্যন্ত বাছাই করা 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি'। এই 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' তুলে শ্রমিকদের পক্ষে পাতা তোলার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সহজ হবে না। আর সেই সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের মজুরি কেটে মালিকরা যাতে আরও মুনাফা পকেটস্থ করতে পারে তারই পথ তৈরি হল এই চুক্তির মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য তখন শ্রমিককে ৮ ঘণ্টার অনেক বেশি সময় কাজ করতে হবে। অর্থাৎ হয় কাজের সময় বাড়বে, না হয় মজুরি কমবে — এই দু'মুখী ধারালো ছুরির সামনে ঠেলে দেওয়া হল চা-শ্রমিকদের। তাছাড়া বর্তমানে একজন মজুর একটা গাছ থেকে যত পাতা তুলছে, নতুন পদ্ধতিতে সেই পরিমাণ পাতা তোলার জন্য তিন বা ততোধিক গাছের প্রয়োজন হবে। এত গাছ কোথায়? তখন মালিকরা বলবে, শ্রমিক উদ্বৃত্ত, সুতরাং ছাঁটাই করতে দিতে হবে। বর্তমানে এক একরে একজন স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের যে নিয়ম আছে, নতুন চুক্তির ফলে সেটাও অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

টাকার অঙ্কে বঞ্চনার পরিমাণ

চা-শ্রমিকরা এবার মাত্র ৮৮ টাকা দৈনিক মজুরির দাবি করেছিল। মালিকরা সেটুকুও দিতে নারাজ। রাজ্য সরকার চা-শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে মালিকদের তা দিতে বাধ্য করেনি। সরকারের এই মনোভাবের জন্যই মালিকরা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবিকে উপেক্ষা করতে পেরেছে। এবারের চুক্তি অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৮ টাকা। তাও প্রথম বছর থেকে নয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৫ এর (এপ্রিল থেকে) জন্য দৈনিক ২.৫০ টাকা, ২০০৬ এর জন্য আরও ২.৫০ টাকা এবং ২০০৭ এর জন্য আরও ৩.০০ টাকা বৃদ্ধি হবে। এইভাবে তৃতীয় বছর থেকে শ্রমিকরা পুরোটা অর্থাৎ দৈনিক মোট ৮ টাকা বাড়তি মজুরি পাবে। এখন চা-শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক মাত্র ৪৫.৯০ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী তা ধাপে ধাপে বেড়ে তিন বছর বাদে গিয়ে দাঁড়াবে দৈনিক ৫৩.৯০ টাকা। বর্তমান চড়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই অতি সামান্য মজুরিবৃদ্ধি, তাও একবারে নয়, ধাপে ধাপে — একে ভিক্ষা ছাড়া কী বলা যায়? সিপিএম অবশ্য একেই শ্রমিকদের স্বার্থে ঐতিহাসিক চুক্তি বলেছে !

পূর্বেকার চুক্তিতে (২০০০ সালে) দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১১.১০ টাকা। আগেকার চুক্তির পর, গত কয়েক বছরে জিনিসপত্রের দাম বিপুল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং চুক্তির সাধারণ নিয়ম অনুসারেও যেখানে গতবারের তুলনায় এবার মজুরিবৃদ্ধির পরিমাণ বেশি হওয়ার কথা, সেখানে তা কমিয়ে দেওয়া হল। কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শ্রমিক এ জিনিস মেনে নিতে পারে না। অথচ, শাসকদলের ধামাধরা নেতারা এটাই মেনে নিলেন এবং শ্রমিকদের কাছে তাকেই 'জয়' বলে প্রচার করছেন। বেতনচুক্তি ২ বছর পিছিয়ে দেওয়ার দ্বারাও শ্রমিকদের আর্থিকভাবে বিরাট বঞ্চনা করা হল। শ্রমিকপিছু এই বঞ্চনার পরিমাণ ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার কম হবে না।

কীভাবে স্বাক্ষরিত হল এই চুক্তি

গত ৮ জুলাই '০৫ চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি সর্বসম্মতিক্রমে দু'টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল — (১) উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত মজুরি মানা হবে না, (২) মজুরি যা বাড়বে তা ২০০৩ সালের ১ এপ্রিল থেকেই কার্যকর করতে হবে। এই সুনির্দিষ্ট দু'টি দাবির ভিত্তিতেই ধর্মঘট চলছিল। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ডিফেন্স কমিটির নেতৃত্ব এই দু'টি প্রশ্নেই মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মালিকদের কাছে নেতৃত্বের এই আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীর ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। যে সিপিএম সরকার কিছুতেই অর্ডিন্যান্স জারি করে চা-শিল্পে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে রাজি হয়নি, সেই সরকারই ১১ জুলাই, ধর্মঘট শুরু হওয়ার পরদিন, মালিকদের সাথে বৈঠকে বসে এবং ১৪ জুলাই শিল্পমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীকে দিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করায়। সেদিন ইউনিয়নগুলির সাথে আলাদা করে আলোচনার সময় শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্পমন্ত্রী মালিকদের দাবিগুলিকে অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সাথে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা চালান। কী কী কারণে মালিকরা মজুরিবৃদ্ধি করতে অক্ষম এবং বেতন কাটার ধারা যুক্ত না হলে কীভাবে চা-শিল্প প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হারাবে, এইসব মালিকী যুক্তি তুলে তিনি শ্রমিকদেরকে 'বাস্তব' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখতে বলেন।

অন্যদিকে সরকারের লেজুড়ে পরিণত হওয়া আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলি শুরু থেকেই শ্রমিকদের স্বার্থে লড়াইয়ে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। বঞ্চিত শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও লড়াইয়ের স্পৃহা লক্ষ্য করে তারা ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হলেও তারা চাইছিল ধর্মঘট দ্রুত তুলে নিতে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কো-অর্ডিনেশন ধর্মঘট দীর্ঘায়িত হওয়ায় প্রকাশ্যেই উৎকণ্ঠা দেখাতে থাকে এবং ধর্মঘট তুলে নিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। শ্রমিক নেতৃত্বের আন্দোলনবিরোধী এই মানসিকতা চালাক মালিকরা সহজেই বুঝে যায় এবং সুযোগ বুঝে দাবি মানার ক্ষেত্রে অনড় মনোভাব নেয়। ইউনিয়ন নেতৃত্বের এই আপসমুখিনতার জন্যই মালিকরা প্রতি বছর ১ টাকা করে মজুরি বৃদ্ধির অপমানজনক প্রস্তাব দিতে এবং দরকষাকষি করতে সাহস পায়। শ্রমমন্ত্রী 'আলোচনার সুবিধা'র জন্য মালিক এবং শ্রমিক উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৬/৭ জনের একটি কমিটি করার প্রস্তাব দেন। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। শ্রমিকদের পক্ষে অবিলম্বে তিনি একটি সম্মানজনক চুক্তি করে তা ১ এপ্রিল ২০০৩ থেকে কার্যকর করা এবং উৎপাদনভিত্তিক মজুরি প্রথা চালু না করার পক্ষে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। কিন্তু তখন সরকার পক্ষ, ইউনিয়ন পক্ষ, সকলেই চুক্তি সই করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইউ টি ইউ সি -লেনিন সরণী অনুমোদিত এন বি টি পি ই ইউ-কে বাদ দিয়ে, সরকারের এবং অবশ্যই মালিকপক্ষের পছন্দের ইউনিয়ন নেতাদের নিয়ে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয় এবং আলোচনার নামে শ্রমিকদের স্বার্থকে মালিকদের পায়ে জলাঞ্জলি দেওয়ার পাকা ব্যবস্থা হয়। এইভাবে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্ত ইউনিয়নকে সমগুরুত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে কয়েকটি পছন্দের ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করেই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। দীর্ঘ ১৫ দিন যাবৎ প্রায় অনাহার উপেক্ষা করে ৩ লক্ষ চা শ্রমিকের বীরত্বপূর্ণ লড়াই নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় এইভাবে মার খায়।

মুখে শ্রমিকস্বার্থের কথা বলা, আর কাজে মালিকের স্বার্থ দেখভাল করার এই ধরনের নেতা, যাদের মার্কসীয় পরিভাষায় বিপজ্জনক সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তি বলা হয় তাদের খপ্পর থেকে শ্রমিকরা বেরিয়ে না এলে, বিশেষ করে পুঁজিবাদের তীব্র সংকটের এই যুগে শ্রমিক আন্দোলনকে সঠিক খাতে পরিচালনা করা যে সম্ভব নয় — এই আন্দোলন তা আবারও দেখিয়ে দিল।

চা-শ্রমিক ধর্মঘটের কতিপয় শিক্ষা

শোষণের প্রত্যক্ষ শিকার চা-শিল্পের শ্রমিকরাও বোঝেন, লড়াইয়ের জন্য সংগঠন তাদের চাই। কিন্তু যে কথাটা তাদের আরও ভাল করে বুঝতে হবে, তাহল পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সব ধরনের সংগঠন লড়তে পারেনা। এর জন্য দরকার যথার্থ মার্কসবাদী দল। সিপিএম কোনদিনই মার্কসবাদী দল ছিল না, তার উপর সরকারি ক্ষমতায় গিয়ে মালিকশ্রেণীর সঙ্গে সে দহরম মহরম বাড়িয়েছে, এবং তাদেরই স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করছে। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার শিল্পায়নের নামে মালিকদের সস্তায় জমি, জল, বিদ্যুৎ, ট্যাক্স ছাড় সহ আরও নানা সুবিধা দিলেও রাজ্যে শিল্পায়ন হচ্ছে না। পুঁজিবাদের এই তীব্র সঙ্কটের অধ্যায়ে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর কিছু শিল্প গড়ে উঠলেও তার চেয়ে অধিকতর সংখ্যায় শিল্প বন্ধ হওয়াকে কোন অবস্থাতেই শিল্পায়ন বলা চলে না। সামগ্রিক বিচারে এ যুগে শিল্পায়নের অপ্রতিহত দরজা খুলে দেওয়ার জন্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে উৎপাদনের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা যে একটা যুগভিত্তিক চাহিদা — এই সত্যটিকে শুধু পুঁজিপতিরাই আড়াল করছে তাই নয়, মার্কসবাদের আলখাল্লা পরে সিপিএম-সিপিআই প্রভৃতি দলগুলিও করছে। এই দলগুলি খোলাখুলি আজ মালিকদের পক্ষে ওকালতি করছে। চা-শিল্পে টাটা গ্রুপ গত এপ্রিল থেকে জুন — এই তিন মাসে ৪২ কোটি টাকা লাভ করলেও, কী কী কারণে মালিকরা মজুরিবৃদ্ধি করতে অক্ষম সিপিএম নেতা শিল্পমন্ত্রী চা-শ্রমিকদের তা বোঝাচ্ছেন, তিনি কম বেতনে শ্রমিকদের কাজ করতে উপদেশ দিচ্ছেন এবং মালিকদের স্বার্থে 'বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে জঙ্গি আন্দোলনের পথ বর্জনের নামে মালিকদের পায়ে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিচ্ছেন। এহেন নেতৃত্বের দ্বারা আর যাই হোক, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারেনা।

চা-শ্রমিকদের এই লড়াইয়ের অন্যতম শরিক নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (এন বি টি পি ই ইউ) আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়ে নেতৃত্বের আপসমুখিনতার তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং যেভাবে কালাচুক্তি সম্পাদিত হল তাকে রোখার চেষ্টা করেছে। তত্ত্বগতভাবে এই চুক্তির শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী দিকগুলি উদ্‌ঘাটিত করে দিলেও সাংগঠনিকভাবে যে শক্তি থাকলে এই চুক্তিকে আটকানো যেত আজও এন বি টি পি ই ইউ তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাই এই কালাচুক্তি সম্পাদিত হতে পারল। এবারের লড়াইয়ে শ্রমিকরা মার খেল ঠিকই, কিন্তু তারা যদি এর কারণটা সঠিকভাবে ধরতে পারে, তবে সেটাই আগামীদিনে সঠিক পথে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে দেবে। শ্রমিকদের মনে রাখতে হবে যে, পেটের দায়ে আন্দোলনের পথে তাদের বারবার যেতেই হবে, কিন্তু সেই আন্দোলনকে যদি বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে বাঁচিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হয়, তবে বিশ্বস্ত সংগ্রামী নেতৃত্বকে চিনে নিতে হবে তাদেরই। অন্য কেউ তাদের হয়ে এ'কাজটা করে দিতে পারেনা।

সরাসরি মালিকের পক্ষে সরকার

হিন্দমোটরের হিন্দুস্তান মোটরস্ কারখানায় জেনারেটর বিভাগের বেশ কিছু যন্ত্রাংশ মালিকপক্ষ বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ওই কারখানার ইউনিয়ন। কয়েক হাজার শ্রমিক এই আন্দোলনে সামিল হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার সরাসরি মালিকদের পক্ষ নেওয়ায় মালিকরা 'আন্দোলন প্রত্যাহার না করলে শ্রমিকদের বরখাস্ত করার' হুমকি দেয়, এমনকী 'কারখানা লকআউট করা হবে' বলে জানিয়ে দেয়। ফলে আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়ায় এস এস কে ইউ। শ্রমিক আন্দোলনের সামনে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার আজ এক মস্তবড় বাধা।

সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন, ১২-৮-০৫

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কুলতলির জনগণের চোখে জল, বুকে প্রতিরোধের শপথ

ছয়ের পাতার পর

জয়ের খবর পাবো। মনে শান্তি পাবো — কুলতলির গরিব মানুষ মাথা উঁচু করে লড়ছে, তারা বড়লোকদের পার্টিগুলোর কাছে মাথা নোয়ায়নি।

''আপনারা চোখের জল মুছুন। চোখের জলকে আগুনে রূপান্তরিত করুন। আমরা বিপ্লবী দলের কর্মী। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা — চরম বিপদের মুহূর্তেও, চরম দুর্যোগের মুহূর্তেও বিপ্লবীরা হতাশায় ভেঙে পড়ে না, কর্তব্যকর্ম ভুলে যায় না। বুকের ব্যথা চোখের জল তাদের আরও ইস্পাত কঠিন করে তোলে। তাই আমি আবেদন জানাবো — ছাত্র-যুব সংগঠন, মহিলা সংগঠন, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলুন ; সবাই দায়িত্ব বুঝে নিন। আমার চলে যাওয়ায় যে ফাঁক সৃষ্টি হবে, সবাই মিলে তা পূরণ করে ফেলুন। গরিবের সংঘবদ্ধ শক্তিকে আরও জাগ্রত করুন। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে, দ্বন্দ্ব হলে, নিজেরা আলাপ-আলোচনায় মিটিয়ে নিন, নেতৃত্বের কাছে যান। কিন্তু কোনও কারণে, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্র করে গরিবের সংঘবদ্ধতা ভাঙবেন না, তাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করুন। আমি বিশ্বাস করি, শত প্রলোভন, হুমকি সত্ত্বেও আপনারা গরিবের ইজ্জত বিক্রি করবেন না। সিপিএম, মালিকশ্রেণী মানুষকে জানোয়ার বানাতে চাইছে, তাই মদ-জুয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে ; আমি মায়েদের বলব, নিজেদের সন্তানদের গরিবের পার্টি এস ইউ সি আই-এর কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে দিন, ওরা মানুষ হবে, কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী আদর্শে বলীয়ান হবে। আর, সবাইকে বলব, গণদাবী পড়ুন, কমরেড শিবদাস ঘোষের পুস্তিকাগুলো খুঁটিয়ে পড়ুন, মনে শক্তি পাবেন।''

গভীর বেদনার পাশাপাশি মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় মাথা তুলছে। কিশোররা-যুবকরা প্রবোধবাবুর পা ছুঁয়ে বলছে, 'আশীর্বাদ করুন, যেন শক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারি'। রিক্সা-ভ্যানে মেয়েরা বাড়ি ফিরতে ফিরতে আলোচনা করছে, 'এতকাল এম এল এ আমাদের জন্য করেছে। এখন বিপদের সময়ে এম এল এ-কে দেখতে হবে। কালকেই পাড়া থেকে টাকা তুলব, এম এল এ-কে জেল তেকে ছাড়িয়ে আনব।' সিপিএম নেতারা উল্লসিত হয়ে বলছেন, 'তোদের সুন্দরবনের বাঘকে খাঁচায় ঢোকাচ্ছি, এবার তোদের কী হয় দ্যাখ !' যুবকরাও জবাব দিচ্ছে, বলছে — 'আমরাও বাঘের বাচ্চা, জবাব দিতে জানি, ঠিক সময়ে জবাব দেব। এত খুন করলে, এতজনকে জেলে পুরলে, আমাদের ভাঙতে পেরেছো ? গরিবের দল এস ইউ সি-কে ভাঙা এত সহজ নয়। এস ইউ সি আছে, এস ইউ সি থাকবে।'

কেউ জবাব দিচ্ছে —'বাড়ির বাবা-মা মারা গেলে কি সংসারটা উঠে যায় ? ছেলেমেয়েরা দায়িত্ব নেয়। আমরা দায়িত্ব নেব।' একটি যুবক প্রবোধবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। তা দেখে এক মহিলা এগিয়ে এসে বলেন — 'তুই যে মেয়েদের চেয়েও দুর্বল রে ! কাঁদবি না, শত্রু হাসবে। শত্রুর সামনে দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে থাকবি।'

প্রবোধবাবু যখন সভায় আহ্বান জানাচ্ছেন — কমরেড, আপনারা সবাই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুন, মানুষ এগিয়ে আসছেন, উজাড় করে সাহায্য দিচ্ছেন, সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সিপিএম নেতারা এস ইউ সি আই-কে ধ্বংসের যে ছক কষেছিল, এখন সেটাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যুমেরাং হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাঁরা নিজেদের নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের প্রশ্নের সামনে পড়ছেন, অন্যদিকে গরিব সাধারণ মানুষ তাদের সকল ঢিলেঢালা ভাব ঝেড়ে ফেলে ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠছেন। গরিবের পার্টি এস ইউ সি আই-কে আরও গভীর ভালবাসায় আঁকড়ে ধরছেন।

এই ক্ষমাপ্রার্থনা, দুঃখপ্রকাশ কি আন্তরিক

একের পাতার পর

একজন শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হওয়ার কারণেই কেন শিখ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার অসহায় ভারতীয় নাগরিকদের হত্যা করা হবে — এর কোনও সদুত্তর গত ২১ বছরে কোনও কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী, কোনও কংগ্রেসী নেতা দেননি। শুধু তাই নয়, শ্রীমতী গান্ধীর পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এ প্রসঙ্গে একদা মন্তব্য করেছিলেন — একটি বটগাছের পতন হলে আশপাশে কিছু আলোড়ন তো হবেই। অর্থাৎ তাঁর মতে ইন্দিরা গান্ধীর মতো একটি বটগাছসম ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে ৩ হাজার অসহায় মানুষের হত্যা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এরপরও নানাবতী কমিশন রিপোর্টে যখন বলা হয়, ঐ গণহত্যা পরিকল্পিত কাণ্ড নয়, বা দলগতভাবে কংগ্রেসের বা কংগ্রেস পরিচালিত সরকারি প্রশাসনের এতে হাত ছিল না, তখন তাকে মিথ্যাচার ছাড়া কী-ই বা বলা যায়।

ঐ মর্মান্তিক গণহত্যার পর ২১ বছর কেটে গিয়েছে। এই সময়ে, শেষের চার বছরের বিজেপি সরকার বাদ দিলে নানা নেতৃত্বে কিছু ক্ষণস্থায়ী সরকার ছাড়া মূলত কংগ্রেসই কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় থেকেছে। একাধিক তদন্ত কমিশন-কমিটি বসেছে, অপমৃত্যুও ঘটেছে প্রতিটিরই। প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর যখন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুদিবস পালন করেছেন, ঠিক সেসময়ই দিল্লির বুকে শত শত স্বামীহারা শিখ রমণী, শত শত নিঃস্ব শিখ পরিবার আর্থিক পুনর্বাসনের আর্জি নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কোনও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। আজ হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী ক্ষমাপ্রার্থনা করলেই এহেন সংগঠিত গণহত্যার অপরাধ স্খালন হয়ে যেতে পারে কি ? তাছাড়া, এই ক্ষমাপ্রার্থনা ও দুঃখপ্রকাশের মধ্যেও সততা, আন্তরিকতা, বিবেকদংশনের পরিচয় নেই। তা যদি থাকত তাহলে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের কাছে নানাবতী কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রীর এই অনুতাপ ব্যক্ত হওয়ার কথা ছিল। এতদিন এ বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন, শুধু তাই নয়, কমিশনের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পাঁচমাস পর গত ৮ আগস্ট সরকার যেদিন পার্লামেন্টে সেই রিপোর্ট পেশ করল, তখনও এ ব্যাপারে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানাতে গিয়ে সরকার বলল, কমিশনের রিপোর্টে কাউকেই নির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত করা হয়নি, অতএব তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। এটা কি কোনও অনুতপ্ত সরকার ও শাসকদলের আচরণ হতে পারে ? সেজন্যই টাইটলারের পদত্যাগ থেকে শুরু করে, সি বি আই-কে দিয়ে ঘটনার পুনর্তদন্ত, নিঃস্ব শিখ পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি যেসব প্রতিশ্রুতি ইউ পি এ সরকার দিয়েছে, তাতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখার কোনও বাস্তবসম্মত কারণ নেই। সি বি আই-কে একটি নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে দেখাবার চেষ্টা বহুকাল ধরেই চলে আসছে, যদিও একাধিক ঘটনাতেই সি বি আইয়ের নিরপেক্ষতার ফানুস ফেটে গিয়েছে। কিছুকাল আগেই স্বয়ং সি বি আইয়ের অধিকর্তা প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের কাজ করতে হয় প্রবল রাজনৈতিক চাপের মধ্যে, এমনকী এই চাপের কাছে তাঁদের নতিস্বীকারও করতে হয়। একথা জনগণের কাছেও এখন আর খুব অপরিষ্কার নয়। বোফর্স তদন্তের প্রহসন বিষয়টাকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এই দুঃসহ পরিস্থিতির কিছুটা হলেও পরিবর্তন হতে পারত, যদি বিজেপি, সি পি এম, সি পি আই প্রমুখ দলগুলির রাজনীতির মধ্যে নিছক গদির স্বার্থের বদলে জনগণের স্বার্থ কাজ করত। জনগণের, বিশেষত গণহত্যার শিকার হাজার হাজার শিখ পরিবারের চরম দুর্দশা সম্পর্কে ন্যূনতম ভাবনা থাকলে তবেই এই দলগুলি দেশজোড়া তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করতে পারত। তা না করে, এখন নানাবতী কমিশন নিয়ে এদের হৈ চৈ নিছকই বিরোধিতার ভান দেখিয়ে ভোটের জমি তৈরি করার জন্য।

একথা ঠিক যে, বিজেপি-ই সরকারি ক্ষমতায় থাকাকালীন নানাবতী কমিশন নিয়োগ করেছিল। কিন্তু বিজেপি দলটির চরিত্র ও ভূমিকাই বলে দেয় যে, কোনও নৈতিকতাবোধ থেকে অথবা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য থেকে বিজেপি এটা করেনি এবং সেটা বিজেপি করতেও পারে না। কারণ, স্বাধীন ভারতে অসংখ্য দাঙ্গার সৃষ্টিকর্তা ও সংখ্যালঘু নিধনকারী হিসাবে পূর্বতন জনসংঘী তথা বর্তমান বিজেপি নেতাদের হাতও রক্তরঞ্জিত। ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে কংগ্রেসের দ্বারা শিখ গণহত্যার মতোই ২০০২ সালে গুজরাটে বিজেপি'র দ্বারা মুসলিম জনগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। এই অবস্থায় নানাবতী কমিশন বসিয়ে বিজেপি'র লক্ষ্য ছিল, কংগ্রেসকেও গণহত্যাকারী হিসাবে প্রমাণ করে দিয়ে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশটি খসিয়ে দেওয়া এবং গুজরাটের গণহত্যা নিয়ে কংগ্রেসের বিজেপিবিরোধী প্রচারকে ভোঁতা করে দেওয়া। অর্থাৎ বিজেপির এই ভূমিকার মধ্যে জনস্বার্থের কোনও প্রশ্ন ছিল না। দু'টি গণহত্যাকাণ্ডের নায়ক দুই বুর্জোয়া দলের নেতাদের লোকসভার মধ্যে বাক্‌যুদ্ধকে তাই যাত্রার নকল লড়াই ছাড়া কিছুই বলা যায় না। একথা দৈনিক সংবাদপত্রেও বলা হয়েছে যে, গুজরাট গণহত্যার তদন্ত কমিশনও নানাবতীর পরিচালনায় চলছে বলেই, শিখ গণহত্যা নিয়ে এমন একটি দুর্বল ও সরকারকে বাঁচাবার মতো রিপোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও বিজেপি নেতারা ঐ তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে বেশি হৈ চৈ করতে চাননি। এই হল প্রধান বিরোধী দল বিজেপি'র নৈতিকতা !

বর্তমান লোকসভায় সি পি এম বিরোধী দল নয়, কংগ্রেসের সহযোগী, ইউ পি এ সরকারের প্রধান অবলম্বন। সরকার যেদিন লোকসভায় কমিশনের রিপোর্টটি পেশ করেছিল এবং অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতাদের নাম উঠে এসেছিল, এবং সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল, তখনও সি পি এম নেতৃত্ব অত্যন্ত সতর্ক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, তাঁরা রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়ে প্রতিক্রিয়া জানাবেন। কেন্দ্রে যদি তাদের সমর্থিত কংগ্রেস সরকার না থেকে অন্য সরকার থাকত, তাহলে তাঁরা এ'কথা বলতেন কি ? এরপর যখন বিজেপি ঘোষণা করল, তারা মুলতুবি প্রস্তাব এনে ভোটাভুটি দাবি করবে, তখনই সি পি এম নেতৃত্ব বিপাকে পড়ে যায়। ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই সি পি এম ভোট দেবে এবং সরকারকে বাঁচাবে, এটা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না, কিন্তু প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অর্থ যে, অভিযুক্তদের বাঁচাবার সরকারি পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ সাথী হয়ে যাওয়া এই অবস্থানটাও সি পি এম প্রকাশ্যে নিতে চাইছিল না। তাই, অভিযুক্তদের সম্পর্কে পুনরায় তদন্ত করার ও উদ্বাস্তু শিখ পরিবারগুলির পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি সরকার দিক, এটাই ছিল সি পি এম-এর বক্তব্য। এটুকু করলেই সি পি এম-এর মুখরক্ষা হয়, তারা বিজেপি'র প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারে। সি পি এম শুধু তদন্ত চাইলেও, কংগ্রেস একধাপ এগিয়ে জগদীশ টাইটলারকে দিয়ে পদত্যাগ করিয়ে দেয়। এভাবে ধিক্কারের মুখে কাউকে পদত্যাগ করিয়ে কিছুকাল পরে আবার মন্ত্রীত্বে ফিরিয়ে আনার কৌশল অত্যন্ত পুরনো, কংগ্রেস সহ সকল সরকারি দলই এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। খোদ এইচ কে এল ভগতের প্রশ্নেই এই কাণ্ডটি করা হয়েছিল। আর সি বি আই তো সরকারের হাতের পুতুল।

এতসব কিছুর পরেও মূল যে প্রশ্নটা থেকে যায়, তা হচ্ছে, এহেন কংগ্রেসকে আদৌ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল বলা যায় কি ? শুধু শিখ গণহত্যা নয়, ইতিপূর্বে বহু দাঙ্গায় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদত ও অংশগ্রহণের কাহিনী অজানা নয়। ১৯৮৭ সালের মীরাটের দাঙ্গার মতই ১৯৮৯ সালে বিহারের ভাগলপুরের দাঙ্গায় যে কংগ্রেস জড়িত ছিল, এ'কথা সম্প্রতি বিহারের কংগ্রেসেরই প্রাক্তন এক মন্ত্রী স্বয়ং কবুল করেছেন। ১৯৪৭ সালের পর স্বাধীন ভারতে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তাতে আর এস এস-এর পাশাপাশি কংগ্রেসের জড়িত থাকার তথ্য আছে ভূরি ভূরি। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী স্বয়ং কীভাবে সাম্প্রদায়িকতায়, এমনকী সরাসরি মদত দিয়েছেন, তাও অজানা নেই। সেই কংগ্রেসকে যারা ধর্মনিরপেক্ষ বলে সার্টিফিকেট দেয় শুধুমাত্র সরকারি সুযোগসুবিধার ভাগ পাওয়ার জন্য, সেই সি পি এম-এর চরিত্রটিও এবারের ঘটনায় উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল, যখন তারা নিছক তদন্তের প্রতিশ্রুতিতেই নির্ভর করে বন্ধু কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াল। কংগ্রেসের মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেরাও সেই মুখোশ পরে একই পংক্তিতে বসে গেল।

শিখ গণহত্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমাপ্রার্থনা, কিংবা কংগ্রেসের দুঃখপ্রকাশকে যদি আন্তরিক বলতে হয়, তাহলে গুজরাট গণহত্যার পর বাজপেয়ীর দুঃখপ্রকাশ ও ৫০০ বছরের স্থাপত্যকীর্তি বাবরি মসজিদ ধ্বংসে নেতৃত্ব দেওয়ার পর আদবানির বেদনা প্রকাশকে আন্তরিক বলে মেনে নিতে হয়, যেটা ভারতবর্ষে কোনও বিবেকবান মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে
ডায়গনস্টিক অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট নামে
সরকারি প্রহসনের প্রতিবাদে
পরীক্ষা পরিচালন সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের
বিশেষ জরুরি সভা
২১ আগস্ট, ২০০৫, সকাল ৯-৩০
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, পঃ বঃ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in